খিলাফতের মহান মর্যাদা ও গুরুত্ব এবং তার কল্যাণ, যুগ খলিফার প্রতি ভালবাসা ও আনুগত্য এবং আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

প্রকাশক
নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوْا ۠ وَاذْكُرُوْ

(সূরা আলে ইমরান 3:104)

খিলাফতের মহান মর্যাদা ও গুরুত্ব এবং তার কল্যাণ

(যুগ খলিফার প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্য এবং আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য)

লেখকঃ

মওলানা আফতাব আহ্‌মদ নাইয়ার

ও

মওলানা মহম্মদ আরিফ রব্বানী

মুরাব্বিয়ানে সিলসিলাহ্‌

প্রকাশনায়

নাযারত নশর ও এশাআত, কাদিয়ান

খিলাফতের মহান মর্যাদা ও গুরুত্ব এবং তার কল্যাণ

লেখকের নাম	ঃ	মওলানা আফতাব আহ্‌মদ নাইয়ার ও মওলানা মহম্মদ আরিফ রব্বানী, মুরুব্বি সিলসিলাহ্‌
বঙ্গানুবাদ	ঃ	মওলানা জহুরুল হক, মুরুব্বি সিলসিলাহ্‌
প্রকাশক	ঃ	নাযারত নশর ও এশায়াত, সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া, কাদিয়ান, গুরদাসপুর, পাঞ্জাব
সংস্করণ	ঃ	ডিসেম্বর, ২০২১ (ভারত)
সংখ্যা	ঃ	৫০০
মূদ্রণে	ঃ	ফজল-এ-ওমর প্রিন্টিং প্রেস,কাদিয়ান, গুরদাসপুর, পাঞ্জাব

Title	**:**	**Khilafat er mohan morjada o gurutto ebong kolyan**
Author	**:**	**Maulana Aftab Ahmad Nayyar and Maulana Mohammad Arif Rabbani**
Translator	**:**	**Maulana Zahurul Haque Murubbi Silsilah**
1st Edition	**:**	**December, 2021 (India)**
Copies	**:**	**500**
Published by	**:**	**Nazarat Nashr-o-Ishaat Sadr Anjuman Ahmadiyya, Qadian, Gurdaspur, Punjab**
Printed at	**:**	**Fazle Umar Printing Press, Qadian, Gurdaspur, Punjab**

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

ভূমিকা

জামা'ত আহমদীয়ার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হ'ল, জামা'ত আহমদীয়ার মধ্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)- এর পরে সুদীর্ঘ ১০৮ বছর ধরে খিলাফতের ঐশী ব্যবস্থাপনা বিদ্যমান। এটি আহমদীয়া জামা'তের উপর আল্লাহ্ তাআলার একটি মহান অনুগ্রহ। সমগ্র পৃথিবী (আহ্মদীয়া জামাত ব্যতিরেকে) আজ এই ঐশী কল্যান লাভ থেকে বঞ্চিত। তারা খিলাফতের ঐশী ব্যবস্থাপনাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু হাজারো প্রকারের পার্থিব চেষ্টা চালানো সত্ত্বেও খিলাফতের এই ব্যবস্থাপনাকে তারা প্রস্তুত করতে পারবে না, যতক্ষণ না খোদা তাআলা স্বয়ং এই ব্যবস্থাপনাকে প্রতিষ্ঠা করেন।

আল্লাহ্ তাআলার কৃপায় আহ্মদীয়া জামা'ত সেই সৌভাগ্যবান জামাত যেখানে আল্লাহ্তা'লা নিজেই এই পবিত্র ও কল্যানময় ব্যবস্থাপনা অব্যাহত রেখেছেন। যার মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীতে আজ জামাতীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সাথে সাথে প্রকাশনা ও সঠিক পথ প্রদর্শনের কাজ বিদ্যুত গতিতে নব্য প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে চলেছে। আল্হামদুলিল্লাহ্।

খিলাফতের মহান গুরুত্ব এবং এর কল্যাণকে সামনে রেখে, এই বিষয়ে জামাতের সদস্যগণকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে সচেতন করার লক্ষ্যে নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান, হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) কর্তৃক অনুমোদিত মজলিস এ শুরা ২০১৫ 'র অনুমোদনকৃত প্রস্তাবের ভিত্তিতে 'খিলাফতের মহান মর্যাদা ও গুরুত্ব এবং তার কল্যাণ - যুগ খলিফার প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্য এবং আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য' নামে এই ছোট্ট পুস্তিকাটি প্রস্তুত করেছে।

উর্দু ভাষায় পুস্তিকাটির সংকলন ও বিন্যস্তকরণে সাহায্য করেছেন জনাব মৌলবী সৈয়্যদ আফতাব আহ্মদ নাইয়ার এবং জনাব মৌলবী মহম্মদ আরিফ

রব্বানী সাহেব মুরাব্বিয়ানে সিলসিলাহ্। বাংলায় অনুবাদ করেছেন জনাব মৌলবী জহুরুল হক, মুরুব্বি সিলসিলাহ্। অনুবাদটির কম্পোজ করেছেন বুশরা হামীদ সাহেবা। পুস্তিকাটির রিভিউ এবং প্রুফ দেখেছেন জনাব মোহাম্মদ পারভেজ হোসেন শান্তি নিকেতন, জনাব রফিকুল ইসলাম (এম.এ) মুরুব্বি সিলসিলাহ্ এবং জনাব জাহিরুল হাসান ইনচার্য বাংলা ডেস্ক কাদিয়ান। আল্লাহ্ তাআলা তাদের উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন। আমীন।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মেনীন খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) এর নির্দেশনাক্রমে পুস্তিকাটির বাংলা অনুবাদ কাদিয়ান থেকে প্রথমবার প্রকাশিত হচ্ছে।

আল্লাহ্তা'লা সার্বিকভাবে এই পুস্তিকাটিকে কল্যাণময় ও বরকতমন্ডিত করে তুলুন। আমীন

নাযির, নশর ও এশায়াত

কাদিয়ান, পাঞ্জাব

ডিসেম্বর ২০২১

পরিচিতি

আল্লাহ্‌তা'লা মানব জাতির জন্মের উদ্দেশ্যকে পরিপূর্ণ করার জন্য নবীদের আগমন ঘটিয়েছেন। সুতরাং যুগে যুগে আল্লাহ্‌ প্রেরিত পুরুষের আগমন ঘটেছে। আর এই প্রেরিত মহান পুরুষগণকে আল্লাহ'র খলিফা বলা হয়। এই মহান পুরুষরা মানব জাতিকে সঠিক রাস্তায় পরিচালিত করার যথাসাধ্য প্রচেষ্টায় রত থাকেন। আল্লাহ্‌তা'লার এই পয়গম্বরগণ বহু ধৈর্য সহকারে কঠোর পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার পর এক ঐশী জামাত তৈরী করেন আর মানবীয় গুণাবলীর কারণে একটি নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর পরলোক গমন করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন।

নবীগণের মৃত্যুর পরে তাঁদের মান্যকারী জামাত জীবিত অবস্থাতেই মৃতে পরিণত হয়। তাদের অবস্থা সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়ে। শত্রুপক্ষরা এইরূপ অবস্থা দেখে আনন্দে উৎফুল্লিত হয়ে ওঠে। এমত পরিস্থিতিতে আল্লাহ্‌তা'লা ঐ জামাতকে অসহায় ছেড়ে দেন না। বরং তাদের সহায়তায় কোন উত্তরাধিকারী প্রতিষ্ঠিত করেন আর তিনি সেই দুর্বল জামাতকে দৃঢ় ও শক্তিশালী করে দেন। তারপর এই জামাত ধীরে ধীরে নিজেদের লক্ষবিন্দুতে সফলতার সাথে এগোতে থাকে। সুতরাং আল্লাহ'র এই সুন্নত আমাদের প্রিয় নবী হযরত মহম্মদ (সা.) এর সঙ্গে পূর্ণ হতে দেখা যায়। আঁ হযরত (সা.) এর মৃত্যুর পরে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) কে দাঁড় করিয়ে খেলাফতে রাশেদা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আর এই খেলাফতে রাশেদা ত্রিশ বছর (৩০) ধরে প্রতিষ্ঠিত ছিলো। অতঃপর রসূল করীম (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী- খিলাফতে রাশেদার এই পদ্ধতি শেষ যুগ পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আল্লাহ্‌তা'লা এবং রসূল করীম (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী এবং অঙ্গীকার অনুযায়ী খেলাফতে রাশেদার সিলসিলা শেষ যুগে নবুওতের পদ্ধতিতে দ্বিতীয়বার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ছিলো। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ হল, যখন সূরা জুমার নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় -

هُوَ الَّذِیْ بَعَثَ فِی الْاُمِّیّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ یَتْلُوْا عَلَیْهِمْ اٰیٰتِهٖ وَ یُزَكِّیْهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ ۗ وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ۙ وَّ اٰخَرِیْنَ مِنْهُمْ لَمَّا یَلْحَقُوْا بِهِمْ ؕ

(সূরা জুম্মা আয়াত 62 :3-4)

অর্থাৎ খোদাতা'লা আরব জাতির মধ্যে হতেই এক রসূল প্রেরণ করেছেন। তিনি তাদেরকে খোদার আয়াত পাঠ করে শোনান এবং তাদেরকে পবিত্র করেন এবং ঐশী গ্রন্থ ও প্রজ্ঞার কথা শেখান। যদিও তারা ইতি পূর্বে প্রকাশ্য অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলো। আর দ্বিতীয় একটি জামাতও তাদের সঙ্গেই রয়েছে আমাদের এই রসূলের (ছত্রছায়ায়) যার তরবিয়ত হবে, কিন্তু এই জামাতটি এখনো প্রকাশিত হয়ে সাহাবাদের জামাতের সঙ্গে মিলিত হয়নি। কিন্তু পরবর্তী একটি যুগে প্রকাশিত হবে।

তখন সাহাবাগণ (রা.) রসূলে করীম (সা.) এর কাছে এর ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন, হে রসূলুল্লাহ (সা.)! তারা কোন দল হবে, যাদের জন্য আপনার দ্বিতীয়বার (ছায়া বা প্রতিবিম্ব) রূপে প্রকাশ ঘটবে তখন রসূলে পাক (সা.) সেই মজলিসে উপস্থিত সলমান ফারসী (রা.)-র কাঁধে হাত দিয়ে বলেন,

لَوْ كَانَ الْاِیْمَانُ عِنْدَ الثُّرَیَّا لَنَالَهٗ رَجُلٌ مِنْ هٰؤُلَاءِ

(বুখারী কিতাবুল তাফসীর, (অধ্যায়) তাফসীর সূরা জুম্মা)

অর্থাৎ যদি কোন যুগে ঈমান পৃথিবী হতে বিলীন হয়ে সপ্তর্ষিমন্ডলেও পৌঁছে যায়। তখন এই পারস্য বংশীয় একজন ব্যক্তি দ্বিতীয়বার সেই ঈমানকে পৃথিবীতে নামিয়ে নিয়ে আসবেন। আরও একটি সময়ে হুযুর পাক (সা.) বলেছিলেন,

سَلْمَانُ مِنَّا اَهْلَ الْبَیْتِ

(তিবরানী কবীর এবং মুসতাদরাক হাকিম, জামেউস্ সগীর)

অর্থাৎ সলমান ফারসী আমাদের মধ্য হইতে একজন অর্থাৎ আহলে বয়াত

এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত একজন ব্যক্তি।

উক্ত হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে, আগমনকারী মসীহ্ ও মাহ্দী পারস্য বংশোদ্ভূত হবেন ও প্রসঙ্গত মাহদী আহলে বয়াত হবেন এই দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণীটি একই সঙ্গে পূর্ণতা লাভ করে।

এইভাবে আঁ হযরত (সা.) শেষ যুগে পারস্য বংশোদ্ভূত স্বীয় এক প্রতিচ্ছায়ার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করার সাথে সাথে আরো কিছু বিশ্লেষণ বিভিন্ন হাদিসেও করেছেন, সুতরাং হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল করীম (সা.) বলেছেন,

كَيْفَ اَنْتُمْ اِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيْكُمْ وَاِمَامُكُمْ مِنْكُمْ۔

(সহীহ্ বুখারী, কিতাব আহাদীসুল আম্বিয়া, অধ্যায় নুযুলে ঈসা ইবনে মরীয়ম)

অর্থাৎ সেই দিন তোমাদের কি অবস্থা হবে যেদিন ইবনে মরিয়ম তোমাদের মধ্যে হতেই আবির্ভূত হবেন? এবং তোমরা কি জান ইবনে মরিয়ম কে ? তিনি তোমাদের (এই উম্মতের) মধ্য হতেই তোমাদের ইমাম হবেন। অন্য একটি হাদিসেও এই বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে যে আগমনকারী মসীহ্, ইমাম মাহ্দীও হবেন। অর্থাৎ মসীহ্ ও মাহ্দী একই ব্যক্তির দুই ভিন্ন নাম।

وَلَا الْمَهْدِيُّ اِلَّا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ

(ইবনে মাজাহ্ অধ্যায় সিদ্দাতুজজামান পৃঃ ২৫৭ মিশরী,কানজুল আম্মাল খন্ড ৭, পৃঃ ১৫৬)

অর্থাৎ ঈসা ইবনে মরিয়ম ব্যতিরেকে অন্য কেহ মাহ্দী নাই। আঁ হযরত (সা.) এই মাহ্দী'র আবির্ভাবের সময়কাল বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

اِذَا مَضَتْ اَلْفٌ وَّمِأَتَانِ وَاَرْبَعُوْنَ سَنَةً يَبْعَثُ اللّٰهُ الْمَهْدِيَّ

(আন নাজমুস্ সাকিব ২'য় খন্ড পৃঃ ২০৯)

অর্থাৎ একহাজার দুইশত চল্লিশ বছর অতিবাহিতের পর আল্লাহ্তা'লা ইমাম মাহ্দীকে প্রেরণ করবেন।

এই মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.) এর সুমহান মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে রসূলে পাক (সা.) বলেন:-

لَيْسَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهٗ نَبِيٌّ يَعْنِيْ عِيْسٰى وَاِنَّهٗ نَازِلٌ فَاِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَاعْرِفُوْهُ

(আবূ দাউদ কিতাবুল মালাহেম অধ্যায় খুরুজুদ্ দাজ্জাল)

অর্থাৎ আগামীতে আগত মসীহ্ আর আমার এই দু'য়ের মধ্যবর্তিতে কোন নবী নেই। আর জেনে রেখো মসীহ্ অবশ্যই তোমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হবেন। সুতরাং তিনি যখন আসবেন তখন তাকে দেখা মাত্রই তোমরা সনাক্ত করে নিও।

সহীহ্ মুসলিম শরীফ এর একটি হাদিসে আঁ হযরত (সা.) আগমনকারী মসীহ্কে একই বাক্যের মধ্যে বারবার নবী নামে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং হাদিসটিতে বলা হয়েছে:-

وَ يُحْصَرُ نَبِيُّ اللّٰهِ عِيْسٰى وَاَصْحَابُهٗ...فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللّٰهِ عِيْسٰى وَاَصْحَابُهٗ
...ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللّٰهِ عِيْسٰى وَ اَصْحَابُهٗ...فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللّٰهِ عِيْسٰى و
اَصْحَابُهٗ اِلَى اللّٰهِ---الخ

(মুসলিম, অধ্যায় জিকরুদ্ দাজ্জাল)

অর্থাৎ যখন মসীহ্ মাওউদ, ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রভাবান্বিত যুগে আগমন করবেন তখন আল্লাহ'র নবী মসীহ্ এবং তাঁর সাহাবারা শত্রুপক্ষের ভীড় দ্বারা বেষ্টিত হয়ে পড়বেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ'র নবী মসীহ্ এবং তাঁর সাহাবীরা খোদাতা'লার কাছে বিনয়ের সাথে দোয়াতে মগ্ন হবেন। সেই দোয়ার ফলে মসীহ্ নবীউল্লাহ ও তাঁর সাহাবারা সেই কঠিন বলয় হতে মুক্তি পেয়ে শত্রুদের তাবুর মধ্যে প্রবেশ করবেন। কিন্তু সেখানেও নতুন নতুন কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে। তখন মসীহ্ নবীউল্লাহ্ ও তাঁর সাহাবারা পুনরায় খোদাতা'লার নিকট বিনয়ের সাথে সিজদারত অবস্থায় দোয়া করবেন। তখন

খোদাতা'লা তাঁদের কষ্টকে দূরিভূত করবেন।

এই হাদীসের মধ্যে আঁ হযরত (সা.) একই বাক্যের মধ্যে মসীহ্ মাওউদকে চারবার 'নবীউল্লাহ্' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী থেকে স্পষ্ট প্রতিয়মান হয় যে শেষ যুগে তেরো শতাব্দীর অন্তিমে মসীহ্ ও মাহ্দীর আবির্ভাব ঘটবে। আর তিনি হবেন পরিপূর্ণরূপে হযরত রসুল করীম (সা.) এর প্রতিচ্ছায়াস্বরূপ এবং খোদাতা'লা তাঁকে নবীর পদ মর্যাদা দান করবেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) ঠিক তেরো শতাব্দীর অন্তিমে মসীহ্ ও মাহ্দী হওয়ার দাবী করেন। আল্লাহ্তা'লা তাঁকে ইলহামের মাধ্যমে বলেন,

جَعَلْنَاكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ

অর্থাৎ আমি তোমাকে মসীহ্ ইবনে মরিয়ম করে পাঠিয়েছি। (ইজালা আওহাম পৃ: ৬৩২)

অনুরূপভাবে আল্লাহ্তা'লা, হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পরিপূর্ণ আনুগত্যের করণে ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মির্যা গোলাম আহ্মদ কাদিয়ানী (আ.)-কে উম্মতী নবীর পদ মর্যদায় ভূষিত করেছেন। তিনি (আ.) এই পদ মর্যদা সম্পর্কে বলেন,

"আমাদের নবী করীম (সা.) এর সাথে নবুওত খতম হয়ে গেছে এবং কুরআন করীম ছাড়া (আমাদের) কোন গ্রন্থ নেই। বিগত সমস্ত গ্রন্থের চেয়ে এই গ্রন্থ উত্তম। আর মহম্মদ (সা.) এর শরীয়ত ছাড়া (আমাদের) দ্বিতীয় কোন শরীয়ত নেই। কিন্তু একথা সত্য যে, রসূল করীম (সা.) এর পবিত্র মুখ নিঃসৃত বাণীতে আমার নাম নবী বলে আখ্যায়িত হয়েছে। আর এটি আঁ হযরত (সা.) এর পরিপূর্ণ আনুগত্যের কল্যাণাবলীর মধ্যে একটি প্রতীকী বিষয়। আমি নিজের মধ্যে কোন রকম বিশেষত্ব খুঁজে পাই না। কিন্তু আমি যা কিছু অর্জন করেছি তা একমাত্র সেই পবিত্র মানবের নিকট হতেই অর্জন করেছি। আল্লাহ্তা'লার কাছে আমার নবুওতের অর্থ হচ্ছে শুধু মাত্র অত্যাধিক

ঐশী বাক্যালাপ। এছাড়া যদি কেউ এর থেকে বেশি দাবী করে বা নিজেকে কিছু বিশেষ প্রাধান্য দেয় এবং হযরত রসূল করীম (সা.) এর আনুগত্য থেকে নিজেকে পৃথক করে নেয়, তাহলে তার উপরে খোদার অভিশম্পাত। আমাদের রসূল করীম (সা.) হচ্ছেন খাতামান্নাবীয়ীন। আর তাঁর সাথে সাথেই রসূলের ধারাবাহিকতা শেষ হয়ে গেছে। হযরত রসূল করীম (সা.) এর পরে স্বাধীন নবী হবার দাবী করা অন্য কোন ব্যক্তির জন্য সমীচীন নয়। এখন শুধুমাত্র মাত্রাতিরিক্ত বাক্যালাপের দরজা খোলা রয়েছে। আর এটিও নবী করীম (সা.) এর আনুগত্যের বাইরে সম্ভব নয়। আল্লাহ'র কসম! মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) এর জ্যোতির্ময় আলোকছটার আনুগত্যের ফলে আমি এই পদমর্যাদা প্রাপ্ত হয়েছি। আল্লাহ্‌তা'লা রূপকার্থে আমার নাম নবী রেখেছেন; প্রকৃত অর্থে নয়। সুতরাং এক্ষেত্রে আল্লাতা'লা ও রসূল করীম (সা.) এর সম্মানহানী করা হচ্ছে না। কারণ আমার প্রশিক্ষণ তো হযরত নবী করীম (সা.) ছত্রছায়ায় হয়েছে। নবী করীম (সা.) এর পদক্ষেপের অনুসরণেই আমি পা ফেলি। আমি আমার পক্ষ থেকে কোন কিছুই উপস্থাপন করি না। বরং আমার ওপর অবতীর্ণ আল্লাহ্‌তা'লার ওহীকেই অনুসরণ করে থাকি। এজন্য আমি মানুষের ধমকানি চমকানিকে ভয় পাই না।" (অনুবাদ আরবী ভাষ্য- আল ইসতেফতা, রূহানী খাযায়েন,২২তম খন্ড পৃঃ ৬৮৮-৬৮৯)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ১৮৮৯ সনে একটি পবিত্র জামাতের প্রতিষ্ঠা করেন। সেই জামাতের নাম রাখেন 'আহমদীয়া মুসলিম জামাত'। ইসলামকে পৃথিবীর প্রতিটি কোনায় কোনায় বিজয়লাভের উদ্দেশ্যে তিনি (আ.) তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর (আ.) ৮০টিরও অধিক লিখিত পুস্তক এই কথার অকাট্য প্রমাণ। এছাড়াও আত্মীয় অনাত্মীয়দের সাক্ষ্য বিদ্যমান। যদ্বারা পৃথিবীতে প্রকৃত বাস্তবতা উন্মোচিত হয়েছে যে, ইসলামের বিজয়ের জন্য কিভাবে তিনি (আ.) সমগ্র জীবন প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন।

আল্লাহ্‌তা'লার অভিপ্সানুযায়ী তিনি (আ.) স্বীয় দায়িত্বাবলীকে খুব সুন্দরভাবে পরিপূর্ণতা দান করেছেন। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ঐশী লক্ষ্যকে পরিপূর্ণ করার জন্য তিনি প্রত্যেকটি মুহূর্ত উৎসর্গ করেছিলেন। সে কারণে তিনি একটি পবিত্র জামাতের প্রাতষ্ঠা করেন। তাঁর (আ.) তিরোধানের

পর শত্রুপক্ষরা ভাবতে শুরু করে, এবার তাঁর (আ.) অভিপ্রায় ও প্রতিষ্ঠিত জামাত বিনষ্ট হবে। কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লা স্বীয় অঙ্গীকার অনুযায়ী খেলাফতের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করেন। আল্লাহ্‌তা'লা বলেন,

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔا ؕ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ○

(সূরা নূর, 24: 56)

অর্থাৎতোমাদের মধ্যে ঈমানদার ও সৎকর্মশীলগণদের সঙ্গে আল্লাহ্‌তা'লা অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদের মধ্যে পৃথিবীতে খলিফা বানাবেন। যেভাবে ইতিপূর্বে তিনি পূর্ববর্তীদের মধ্যে খলিফা বানিয়েছিলেন। তাদের জন্য তাঁর পছন্দকৃত ধর্মকে অবশ্যই পরিপূর্ণতা দান করবেন। তাদের ভয়ের পরিস্থিতিকে শান্তির বাতাবরণে পরিবর্তন করে দেবেন। তারা আমার ইবাদত করবে,আমার সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না। এর পরেও যারা অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করবে তারাই প্রকৃতপক্ষে অবাধ্যকারী।

হযরত আবদুর রহমান বিন সোহেল (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল করীম (সা.) বলেছেন, 'প্রত্যেক নবুওতের পরে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়'। (কানজুল উম্মাল, কিতাবুল ফিত্‌ন মিন কসমুল আফ্‌আল,ফস্‌ল ফি মুতাফারিরকাতুল ফিত্‌ন ১১তম খন্ড পৃঃ ১১৫, হাদিস নং- ৩১৪৪৪)

হযরত হুজাইফা (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন :

"তোমাদের মধ্যে নবুওত প্রতিষ্ঠিত হবে। অতঃপর নবুওতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। অতঃপর কষ্টদায়ক রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে অতঃপর অত্যাচারিত রাজত্ব । অতঃপর খিলাফত আলা মিনহাজে নবুওত অর্থাৎ নবুওতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। অতঃপর হুযুর পাক (সা.) নিরব হয়ে যান। (মুসনাদ আহমদ হাদিস নং- ১৭৬৮০)

আঁ হযরত (সা.) এর উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে হযরত মির্যা গোলাম

আহ্‌মদ কাদিয়ানী মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর মৃত্যুর পর খিলাফতে আহমদীয়ার মুবারক ও কল্যাণময় মহান ব্যবস্থাপনা জারি হয়, যাকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দ্বিতীয় কুদরত নামে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) খিলাফতের সুসংবাদ দিতে গিয়ে বলেন,

"এটি খোদাতা'লার চিরাচরিত সুন্নত। পৃথিবীতে মানব জাতির সৃষ্টিলগ্নের সূচনা থেকে সর্বদা তাঁর এই সুন্নত প্রকট হয়ে আসছে। তিনি স্বীয় নবী এবং রসূলগণকে সাহায্য সহযোগিতা ও বিজয় প্রদান করেন। যেমনটি তিনি নিজেই বলেছেন,

كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَ رُسُلِیْ ؕ (আল মুজাদিলা, 58:22)

(অনুবাদ ঃ খোদাতা'লা নির্ধারিত করে রেখেছেন যে, তিনি এবং তাঁর রসূলই বিজয়ী হবেন।) আর বিজয়ের অর্থ হল, সর্বদা নবী এবং রসূলদের ইচ্ছা থাকে যেন পৃথিবীতে ঐশী মীমাংসা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু খোদাতা'লা এই পরিপূর্ণতা নবীর হাত দিয়ে পূর্ণতা দান করেন না। বরং এমন একটা সময়ে নবীর মৃত্যু হয় যা বাহ্যিক দিক থেকে অসফলতা এবং সঙ্কটময় পরিস্থিতি বলে মনে হয়, এসব বিরোধী পক্ষ কে হাসি-বিদ্রুপ ও তিরস্কার করার পূর্ণ সুযোগ করে দেয়। আর শত্রুপক্ষরা যখন হাসি, বিদ্রুপ ও তিরস্কার কার্য সম্পন্ন করে ফেলে তখন খোদাতা'লা স্বীয় কুদরতের দ্বিতীয় হস্ত প্রদর্শন করেন। আর এমন পন্থা উদ্ভাবন করেন যদ্বারা অপরিপূর্ণ উদ্দেশ্যাবলী পরিপূর্ণতা লাভ করে। খোদাতা'লা দুই প্রকার কুদরত প্রকাশিত করেন-

(১) প্রথমতঃ নবীদের মাধ্যমে স্বীয় কুদরতের একটি হস্ত প্রদর্শন করেন।

(২) দ্বিতীয়তঃ নবীর মৃত্যুর পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, শত্রুপক্ষ শক্তিশালী হয়ে যায় আর তারা (শত্রুপক্ষরা) মনে করে যে, এবার কার্য সমাপ্ত হয়ে যাবে, এবং দৃঢ় বিশ্বাসে উপণিত হয় যে, এই জামাত এবার নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর জামাতীয় মানুষেরা বিমর্ষ হয়ে পড়ে তাদের কোমর ভেঙ্গে যায় এবং কিছু কিছু দুর্ভাগ্যবান ব্যক্তি ঈমান থেকে বিমুখও হয়ে যায়। তখন খোদাতা'লা দ্বিতীয়বার স্বীয় কুদরতের দ্বিতীয় হস্ত প্রসারিত করে নড়বড়ে অবজ্ঞাপূর্ণ জামাতকে পুনরায় শক্তিশালী করে দাঁড় করিয়ে

দেন। সুতরাং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ধৈর্য ধারণকারী ব্যক্তিরা এই অলৌকিক ঘটনার সাক্ষ্য থেকে যান। হযরত আবূ বকর (রা.)'র সময়ে এমনটাই হয়েছিল। কেননা, আঁ হযরত (সা.) এর মৃত্যুকে অকাল মৃত্যু বলে গন্য করা হচ্ছিল এবং বহু অশিক্ষিত মরুভূমিবাসী ঈমান হতে বিমুখ হয়ে পড়ে। সাহাবা (রা.)গণও দুঃখে ধৈর্যহারা হয়ে পড়েছিলেন। তখন আল্লাহ্‌তা'লা হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা.) কে দাঁড় করালেন ও স্বীয় কুদরতের উদাহরণ দিলেন এবং ইসলামকে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করলেন। সেই অঙ্গীকারকে পরিপূর্ণ করলেন যেখানে বলা হয়েছিল,

وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ

(সূরা নূর, 24:56)

সুতরাং হে প্রিয়গণ, যখন সূচনা লগ্ন থেকেই খোদাতা'লার নিয়ম তিনি দুই প্রকার কুদরত প্রদর্শন করে থাকেন, যদ্বারা বিরোধীদের দু'টি মিথ্যা আনন্দ যেন ধ্বংস হয়। সুতরাং এখন খোদাতা'লা নিজ চিরাচরিত নিয়মকে ভঙ্গ করবেন, তা অসম্ভব! অতএব আমার এই কথা শুনে তোমরা দুঃখিত হয়ো না, তোমাদের হৃদয় যেন ভারাক্রান্ত না হয়। কেননা, তোমাদের জন্য খোদাতা'লার দ্বিতীয় কুদরত প্রত্যক্ষ করা অত্যন্ত আবশ্যক। দ্বিতীয় কুদরতের আগমন তোমাদের জন্য অতি উত্তম। কারণ সেটি চিরস্থায়ী .....আমি তো খোদার পক্ষ থেকে একটি কুদরতরূপে প্রকাশিত হয়েছি। আমি খোদাতা'লার একটি জ্বলন্ত কুদরত। আর আমার পরে আরও কতিপয় ব্যক্তি দ্বিতীয় কুদরতের প্রকাশক হবেন। সুতরাং তোমরা খোদাতা'লার দ্বিতীয় কুদরতের অপেক্ষায় একত্রিত হয়ে দোওয়ায় রত থাক। সকল দেশে প্রত্যেক সৎকর্মশীল জামাতের কর্তব্য হল, তারা যেন একত্রিত হয়ে দোওয়ায় রত থাকে, যাতে দ্বিতীয় কুদরত আসমান থেকে অবতীর্ণ হয় এবং তোমরা প্রত্যক্ষ করবে যে, তোমাদের খোদা প্রভাব প্রতিপত্তিশালী খোদা।" (আল ওসীয়্যত, রূহানী খাযায়েন ২০তম খন্ড, পৃঃ ৩০৪-৩০৬)

এসম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, 'হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর লেখনী থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, মসীহ্ মাউদ (আ.) এর পরে

সেইভাবে খিলাফতের নিজাম জারি হবে যেভাবে আঁ হযরত (সা.) এর পরে জারি হয়েছিল। তাঁর(আ.) খলিফাগণের পরিপূর্ণ আনুগত্য করা অত্যন্ত জরুরী আর এই খলিফাগণই সিলসিলার প্রকৃত প্রতিনিধি হবেন। (খিলাফত আলা মিন হাজে নবুওত ৩'য় খন্ড, পৃঃ ৬০১)

উপরোক্ত বর্ণনানুযায়ী ১৯০৮ সনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর মৃত্যুর পর হযরত হাফিয হাকিম নুরুদ্দীন সাহেব (রা.) প্রথম খলিফা নির্বাচিত হন। ১৯১৪ সনে প্রথম খলিফা (রা.) এর মৃত্যুর পর হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহ্মদ দ্বিতীয় খলিফা নির্বাচিত হন। তাঁর (রা.) মৃত্যুর পর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর তৃতীয় খলিফা মির্যা নাসির আহ্মদ (রহ.) খলিফা নির্বাচিত হন। তাঁর (রহ.) মৃত্যুর পর ১৯৮২ সনে হযরত মির্যা তাহের আহ্মদ (রহ.) চতুর্থ খলিফা নির্বাচিত হন। ২০০৩ সনে তাঁর (রহ.) মৃত্যুর পর আমাদের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মাসরূর আহ্মদ (আই.) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর পঞ্চম খলিফারূপে নির্বাচিত হন। বর্তমানে তাঁর নেতৃত্বে জামাত আহমদীয়া দ্রুত গতিতে উন্নতির পথে ধাবমান।

আল্লাহ্তা'লা আমাদের প্রিয় ইমাম ও পঞ্চম খলিফা হযরত সাহেবজাদা মির্যা মাসরূর আহ্মদ সাহেবকে সুস্থ কর্মরত দীর্ঘায়ু জীবন দান করুন। আর তাঁর করুনাময় সুশীতল ছায়া আমাদের মাথার উপর দীর্ঘ দিন যাবৎ বিদ্যমান থাকুক এবং তাঁর খিলাফত আমলেই যেন আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলাম বিজয়লাভ করে। (আমীন)

ইনশা'ল্লাহ্ এই সিলসিলা ক্রমঃ বর্ধমান হতে থাকবে। ঐশী অভিপ্রায়অনুযায়ী এই দ্বিতীয় কুদরতের প্রকাশ চিরপ্রতিষ্ঠিত হতে থাকবে। কেননা, আমাদের খোদাতাআলার নিকট দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ইত্যাদি কুদরত রয়েছে। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এই বিষয়ে এক স্থানে বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "আমার তিরোধানে খোদাতা'লা তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত প্রেরণ করবেন। কিন্তু আমাদের খোদার কাছে কেবল দ্বিতীয় কুদরতই নয় বরং তৃতীয়, চতুর্থ কুদরতও রয়েছে। প্রথম কুদরতের পর দ্বিতীয় কুদরতের প্রকাশ ঘটে। দ্বিতীয় কুদরতের পরে তৃতীয় কুদরত আসবে। তৃতীয়ের পর চতুর্থ, চতুর্থের পর পঞ্চম, পঞ্চমের পর ষষ্ঠ

এবং ষষ্ঠের পর সপ্তম কুদরতের আবির্ভাব হবে। আর এইভাবে ঐশী হস্ত মানুষকে নিদর্শন প্রদর্শন করতে থাকবে। পৃথিবীর বড় বড় অপশক্তি আর পরাক্রমশালী বাদশাহও এই উদ্দেশ্যকে অসফল করতে সক্ষম হবে না। যে উদ্দেশ্যকে পূর্ণতা প্রদানের জন্য খোদাতা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে প্রথম ইঁট আর আমাকে তার দ্বিতীয় ইঁট হিসাবে প্রস্তুত করেছেন। একদা রসূল করীম (সা.) বলেছিলেন, ধর্ম যখন সঙ্কটপূর্ণ অবস্থার সম্মুখীন হবে তখন ধর্মের সুরক্ষার জন্য আল্লাহ্তা'লা পারস্য বংশীয় একাধিক ব্যক্তিকে দাঁড় করাবেন। তন্মধ্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ছিলেন একজন ব্যক্তি, আর একজন ব্যক্তি হলাম আমি। কিন্তু রিজাল শব্দ অনুযায়ী হতে পারে পারস্য বংশীয় আরও কিছু ব্যক্তিবর্গ ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্যকে প্রতিষ্ঠিত করার ও এর ভিত্তিকে শক্ত করার নিমিত্তে দন্ডায়মান হবেন।" (আল্ ফযল ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৫০ খ্রিঃ পৃ. ৬-৭) (আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল ২৩-২৯'শে মে ২০১৪ খ্রিঃ)

আহমদীয়াতের ইতিহাস এই বিষয়ের সাক্ষ্য যে, দ্বিতীয় কুদরতের তত্ত্বাবধানে জামাতে আহমদীয়া উন্নতির চরম শিখরের দিকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী জামাত আহমদীয়ার একটি বিশেষ পরিচয় গড়ে উঠেছে। মানবসেবা, ইসলামের প্রচার, ও শিক্ষা দীক্ষার ময়দানে সর্বাগ্রে রয়েছে। ২৪ ঘন্টা টি.ভি চ্যানেল, রেডিও, প্রেস ও মিডিয়া এবং লিফলেট ইত্যাদি দ্বারা ইসলামের সঠিক শিক্ষা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছানো হচ্ছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যর ময়দানে অথবা পরিশ্রুত পানীয় জলের জোগান অথবা বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থপনা ইত্যাদি দ্বারা গরীব ও অসহায় মানুষদেরকে সাহায্য করে চলেছে এই জামাত। অনুরূপভাবে ভালবাসা, প্রেম, প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের অদ্বিতীয় উদাহরণ ও দেশের আইন ব্যবস্থার সঠিক পালনকারী হিসাবেও জামাতে আহমদীয়া সুপরিচিত। আজকে জামাতের মাধ্যমে ইসলামের সঠিক স্বরূপ উপস্থাপনের মাধ্যমে অমুসলিম দেশগুলি ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হচ্ছে। কুরআন করীম এবং ইসলামী গ্রন্থ প্রকাশনার দিক দিয়ে জামাতে আহমদীয়া বিরল দৃষ্টান্ত। আজ পৃথিবীর (২০০) দুইশতাধিক দেশে মজবুত ভিত্তির উপর এই সিলসিলা প্রতিষ্ঠিত।

খিলাফতের অনুগ্রহে আহমদীয়া জামাত পরস্পরের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ববোধ,

দলবদ্ধতা, মজবুত ঈমান এবং সৎকর্মের সম্পদ দ্বারা জামাতকে দৃঢ় ও শক্তশালী করে তুলেছে এবং প্রতিশ্রুত ঐশী কল্যাণরাজী হতে ভরপুর উপকৃত হচ্ছে। খেলাফতে আহমদীয়ার মাধ্যমে আহমদীয়া জামাত তথা প্রকৃত ইসলামের আহ্বান পৃথিবীর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। দলে দলে মানুষ ইসলামের ছত্রছায়ায় প্রবেশ করছে এবং প্রতি মুহূর্তে উর্দ্ধলোক হতে ঐশী সাহায্য ও সমর্থন অবতীর্ণ হতে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

সত্যি বলতে খেলাফতের জন্যই আহমদীয়া জামাত আল্লাহ্‌তা'লার অগণিত কল্যাণরাজি আকর্ষিত করছে এবং ঐশী জ্যোতি দ্বারা লাভবান হয়ে চলেছে। এর বিপরীতে খিলাফতের অস্বীকারকারীরা লজ্জিত, অপমানিত এবং ভেদাভেদের মধ্যে নিমজ্জিত।

খিলাফতে আহমদীয়ার উপর ঐশী অনুগ্রহরাজির সঙ্গে জাগতিক অনুগ্রহরাজির তুলনা করা বড়োই মূর্খামি। সুতরাং এই আল্লাহ'র এই রজ্জুর সঙ্গে আল্লাহ্‌ ও বিশ্বাসীগণ এক সূতায় গাঁথা। আহমদীয়া জামাতের ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য, এই আধ্যাত্মিক নিজাম, শর্ত পূর্ণকারী মোত্তাকী ও মোমিনদের সাহায্যকারী হিসাবে তাদেরকে উন্নতির ময়দানে সফলতা দান করিয়ে নিজ জীবনের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণতায় সঠিক প্রচেষ্টার প্রতি পথ প্রদর্শন করে থাকে। ধর্ম পরিপূর্ণতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে মোমিন ব্যক্তির ভয় নির্মূল হয়ে শান্তির বাতাবরনে কালাতিপাত করতে দেখা যায় এবং একত্ববাদের পতাকা চতুর্দিকে উড্ডিয়মান হতে ও শিরক নিঃশেষ হতে দেখা যায়। আর এই খিলাফতের মাধ্যমে নবীর কাজ পূর্ণতা অর্জন হতে দেখা যায়।

এই অনুগ্রহের জন্য আমরা আল্লাহতা'লাকে যতই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি না কেন সেটা তুচ্ছ হবে। এই বিষয়ে আমাদের প্রাথমিক দায়িত্ব হল, আমরা যেন এই ঐশী অনুগ্রহের সঠিক জ্ঞানার্জন করি ও অন্তরের অন্তঃস্থল হতে তাঁকে সম্মান করি এবং তাঁর আনুগত্যের মধ্যে যেন কোন ত্রুটি না থেকে যায়।

খিলাফতে আহমদীয়ার সমৃদ্ধি প্রবাহমান। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে আমরা যেন সঠিকভাবে এই সমৃদ্ধির বিষয়ে জ্ঞাত হয়ে তা হতে লাভবান

হতে পারি, খিলাফতের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্যকে যেন বুঝতে পারি। খিলাফতে আহমদীয়ার সঙ্গে আন্তরিকতার ও ভালবাসার এত সুদৃঢ় সম্পর্ক তৈরী করা দরকার যার দৃষ্টান্ত পার্থিব আত্মীয়তার চেয়েও যেন সুগভীর হয়। যদি এই সংক্রান্ত শর্তাবলীর সঠিকভাবে পালনকারী হয়ে উঠতে পারি, তাহলে আমরা খিলাফতের বরকত থেকে লাভ ওঠাতে পারব। শুধু আমরাই নয় বরং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মও এর থেকে লাভবান হতে পারবে।

খিলাফতের সুউচ্চ স্থান ও মর্যাদা

খিলাফতে আহমদীয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। এর গুরুত্বের কথা এভাবে উপলব্ধি করা যায় যে, নবীর মৃত্যুর পরে তাঁর উদ্দেশ্যকে পরিপূর্ণতা প্রদানের জন্য ঐশী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর সঙ্গে রয়েছে মহান আল্লাহ্'র চিরস্থায়ী সহায়তার প্রতিশ্রুতি। সুতরাং প্রতিটি পদক্ষেপে খোদার সাহায্য সহযোগিতা পাওয়া যায়। আর এ কারণেই পৃথিবীর মানুষজন বিস্ময়ের সাথে প্রত্যক্ষ করে যে এমন কোন শক্তি রয়েছে যা অবিরত প্রতিটি কাজে তাঁকে সাহায্য করে চলেছে! সুতরাং খিলাফতে অধিষ্ঠিত থাকা ব্যক্তি নবীর প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ হয়ে থাকেন। তাঁর মধ্যে নবীর গুণাগুণ ও মহানতা বিদ্যমান থাকে এবং নবীর কল্যাণরাজির উত্তরাধিকারী হন। আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং খলিফা নিযুক্ত করে থাকেন। যদিও বাহ্যিকভাবে পবিত্র জামাতের সদস্যবৃন্দ খলিফা নির্বাচন করে থাকেন। এটা মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত অবস্থান যা হতে একজন খলিফাকে কখনই অপসারণ করা যাবে না। কারণ খলিফা হচ্ছে নবীর স্থলাভিষিক্ত। আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং খলিফার শিক্ষকের ভূমিকা পালন করেন ও তাঁকে আত্মিক জ্ঞান দান করেন। একদিকে মোমিনদের মনের মধ্যে খলিফার ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন আর অন্যদিকে মোমিনদের জন্য খলিফার মনের মধ্যে দয়ামায়া স্নেহের স্রোত প্রবাহিত করেন। আর এই কারণেই মোমিনদের অসুবিধা হলে খলিফা উদ্বিগ্ন হন ও তাদের জন্য দোওয়া করতে থাকেন। তাঁকে দোওয়া গ্রহণীয়তার নিদর্শন ও অলৌকিক মাহাত্ম্য প্রদান করা হয়ে থাকে। পৃথিবীতে বসবাসকারী সমস্ত মানুষের জন্য তাঁর আনুগত্য করা অত্যন্ত প্রয়োজন। তাঁর বিমুখতায় মৃত্যু অজ্ঞতায় মৃত্যুর সমান। তাঁর সঙ্গে সসুম্পর্কে আবদ্ধ হওয়া মানে আল্লাহ্ এবং রসূল করীম (সা.) এর সাথে সসুম্পর্কে আবদ্ধ হওয়া।

কেননা, পৃথিবীর বুকে যুগখলিফা আল্লাহ'র প্রতিনিধি ও সর্বাধিক প্রিয় বান্দা হিসাবে বিবেচিত।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) খিলাফতের যথার্থ অবস্থান বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

"খলিফা প্রকৃতার্থে রসূলের প্রতিছায়া। কেননা, কোন মানুষ যেহেতু চিরস্থায়ী নয়, সুতরাং খোদাতালার অভিপ্রায় হল, রসূলগণের অস্তিত্ব যেহেতু সমস্ত মানুষের চেয়ে উত্তম সেহেতু তাঁর প্রতিছায়ারূপ সর্বদা কিয়ামত পর্যন্ত যেন কায়েম থাকে। সুতরাং আল্লাহ্তা'লা খিলাফতকে জারি করেছেন যেন কোন সময়েই মানুষেরা নবুওতের কল্যাণ হতে যেন বঞ্চিত না হয়।" (শাহাদাতুল কোরআন পৃঃ ৫৭, রূহানী খাজায়েন ৬'ষ্ঠ খন্ড পৃঃ ৩৫৩)

হযরত মুসলেহ মাউদ (রা.) বলেন,

স্মরণ রাখবেন, খোদাতা'লাই খলিফা নির্বাচন করেন। যে ব্যক্তি বলে, খলিফা জনগণ দ্বারা নির্বাচিত, সেই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী.... গভীর মনযোগ সহকারে কুরআন অধ্যয়ন করলে জানা যাবে, সমগ্র কুরআন শরীফে কোন এক স্থানেও খলিফা নির্বাচনের সম্পর্ক মানুষের সঙ্গে করা হয় নি, বরং সকল প্রকার খলিফা নির্বাচন যে খোদাতাআলা নিজেই করেন একথা স্পষ্টভাবে বলা আছে।" (কৌন হ্যায় জো খোদাকে কাম কো রোক সাকে- আনওয়ারুল উলুম ২য় খন্ড পৃঃ ১১)

"নবুওতের পরে সব থেকে বড় মর্যদা হল খিলাফত। একদা এক ব্যক্তি আমাকে বলে, আমরা চেষ্টা করছি যাতে সরকার আপনাকে কোন বড় সম্মানে ভূষিত করেন। আমি উত্তরে বলেছিলাম, এই সম্মান তো অতি তুচ্ছ ব্যাপার। আমি তো সমগ্র বিশ্বের পার্থিব সম্রাটকেও খিলাফতের পদমর্যদার সামনে তুচ্ছ বলে মনে করি। সুতরাং আমি আপনাদেরকে নসিহত করছি, আপনারা নিজেদের ব্যবহারকে খোদাভীরুতা এবং শিষ্টাচারের রঙে রঙীন করুন। আপত্তি উপস্থাপনের কারণে আমার বন্ধুবর্গেরা বিনষ্ট হয়ে যাক, আমি কখনোই পছন্দ করি না। কেননা, খিলাফতের দায়িত্ব আমার উপরে ন্যস্ত হওয়ার কারণে আমার থেকে বয়োজ্যেষ্ঠগণও আমার নিকট শিশু সুলভ।

কোন পিতাই চান না যে, তার একটি সন্তানও নষ্ট হয়ে যাক।"

(আনওয়ারুল উলুম, ৯'ম খন্ড, পৃঃ ৪২৫-২৬)

নিঃসন্দেহে জনগণ দ্বারাই খলিফা নির্বাচিত হন। কিন্তু উক্ত নির্বাচনকে খোদাতা'লা স্বীয় নির্বাচন বলে অভিহিত করেছেন। এই নির্বাচন পদ্ধতির দ্বারাই নবী এবং খলিফার মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায়। যদি খোদাতা'লা সরাসরি কাউকে খলিফা নির্বাচন করে বলেন, আমি তোমাকে খলিফা মনোনীত করলাম। তাহলে সেই খলিফা এবং নবীর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। সুতরাং নবীগণের নির্বাচন খোদাতা'লার আয়ত্তাধীন আর খলিফা নির্বাচন জনগণের মাধ্যমে করিয়ে থাকেন। কিন্তু খোদাতা'লা মনুষ্য দ্বারা স্বীয় মনোনীত ব্যক্তিকেই খলিফা নির্বাচিত করান। সেই খলিফার সাহায্য ও সহযোগিতার অঙ্গিকার তিনি নিজেই করেছেন।

(খিলাফত আলা মিন হাজে নবুয়ত ৩'য় খন্ড পৃঃ ৫৯৩)

খিলাফত একটি ঐশী পুরস্কার, আর এই পুরস্কার কেউ নিজ শক্তি বলে বন্ধ করতে পারবে না। এটি খোদাতা'লার জ্যোতি প্রকাশের একটি মাধ্যম। যারা এই খিলাফতকে মিটিয়ে ধ্বংস করার চেষ্টা করে তারা আল্লাহ'র জ্যোতিকে নিভিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে মাত্র। হ্যাঁ, এটি একটি অঙ্গিকার যা অবশ্যই পরিপূর্ণ হবে। কিন্তু এর সময়সীমা মোমিনদের আন্তরিকতার উপর নির্ভরশীল। **(খিলাফত আলা মিন হাজে নবুওত ৩'য় খন্ড, পৃ. ৪২০-২১)**

আল্লাহ'র প্রত্যাদিষ্টের উত্তরাধিকারী খলিফাগণের অস্বীকার করা বা তাদের সঙ্গে হাসি বিদ্রুপ করা কোন সাধারণ বিষয় নয়। কারণ এইরূপ আচরণ একজন মোমিনকেও অমান্যকারী ও গুনাহগারে পরিণত করে দেয়। সুতরাং এটা মনে করো না যে তোমাদের বক্তব্য ও লেখনীতে লাগাম না দিলে সুফলদায়ক হবে। খোদাতা'লা বলেন, আমি এই ধরনের লোকেদেরকে আমার জামাত হতে পৃথক করে দেব। ফাসেক শব্দের অর্থ হল, খোদাতা'লার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন ব্যক্তি। খুব ভালো করে স্মরণ রাখবে,ঐশী ব্যবস্থাপনাকে যারা সম্মান করে না, অযথা আপত্তি উত্থাপন করে এবং কথা বলার সময় স্বীয় ভাষা প্রয়োগের দিকে খেয়াল রাখে না, মনে রাখবে যদিও ঐ ব্যক্তি মোমিন হয় তথাপি মৃত্যুর সময় সে কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে।"

(খিলাফত আলা মিন হাজে নবুওত ৩'য় খন্ড পৃঃ ৮-৯)

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (রহ.) বলেন, "যুগ খলিফা সমগ্র বিশ্বের শিক্ষক। আর যদি এটি সত্য হয় বরং এটি অবশ্যই সত্য তাহলে, বিশ্বের সমস্ত পন্ডিত ও দার্শনিকগণ খলিফার সম্মুখে শিক্ষার্থী; শিক্ষক নন।"

(আল্ ফযল, ২১'শে ডিসেম্বর ১৯৬৬ খ্রিঃ)

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এর উদ্ধৃতির প্রেক্ষাপটে বলেন,

"..... ব্যক্তিগত বিষয়ে যুগ খলিফার কোন প্রকার ত্রুটি হতেই পারে। কিন্তু জামাতের আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক উন্নতির পরাকাষ্ঠা নির্ভরশীল এমন বিষয়ে যদি কোন ভ্রান্তি হয়েও যায় তাহলে আল্লাহ্তা'লা স্বয়ং স্বীয় জামাতের হিফাজত করেন এবং কোন না কোন ভাবে সেই ভ্রান্তি সম্পর্কে অবগত করিয়ে দেন। সুফিবাদের ধারায় এটাকে আস্মতে সুগরা বলা হয়। আম্বিয়াদেরকে তো আল্লাহ্তা'লা আসমতে কুবরা দান করেন। কিন্তু খলিফাগণকে আস্মতে সুগরা। আল্লাহ্তা'লা তাদের থেকে কোন এমন বড় ভুল হতে দেন না যা জামাতের জন্য ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। খলিফার সিদ্ধান্তে আংশিক ও ক্ষুদ্র ভুল হতেই পারে। কিন্তু অন্তিম পরিণতিতে ইসলামেরই বিজয় হবে, আর এর বিরুদ্ধবাদীদের পরাজয়। এক কথায়, খলিফাগণ আস্মতে সুগরার পদে অধিষ্ঠিত, সেহেতু তাদের কর্মপদ্ধতি খোদাতা'লার কর্মপদ্ধতি বলে বিবেচিত হবে। যদিও বলার মুখ, কাজের হাত, চলার পা, খলিফার হবে কিন্তু এ সবের পিছনে ঐশী সমর্থন কাজ করবে। খলিফার দ্বারা আংশিক ভুল সংগঠিত হতে পারে, কোন সময় খলিফার পরামর্শদাতাগণও ভুল পরামর্শ দিতে পারে তথাপি মধ্যবর্তি বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে খলিফাই সফলতা অর্জন করেন। যখন সমস্ত বলয় একত্রিত হয়ে মজবুত শিকলে পরিণত হয় তখন সেটি এতটাই শক্তিশালী হয় যে, কেউ একে ভাঙতে সক্ষম হবে না। **(খোতবাতে মাসরূর ১'ম খন্ড, পৃ. ৩৪১-৩৪৩, উদ্ধৃতিঃ তফসীরে কবীর ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ৩৭৬-৩৭৭)**

সুতরাং প্রমাণিত হ'ল, নিজামে খিলাফতের সুউচ্চ মহান পদমর্যদা

হওয়ার কারণে মোমিনদের উচিত ও দায়িত্ব তারা যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন শর্ত ছাড়াই পরিপূর্ণরূপে যুগ খলিফার আনুগত্য করে। খোদাতা'লাই খলিফা নির্বাচন করেন, আর পৃথিবীতে তিনি খোদার প্রতিনিধি এবং খোদার প্রিয়ভাজনও -একথা যখন সুস্পষ্ট তখন এরূপ বরকতময় সত্ত্বার সঙ্গে সুগভীর ভালবাসার সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়া এবং সমস্ত কিছু তাঁর জন্য বিসর্জন দেওয়া আমাদের কর্তব্য। সূরা নূরের আয়াতে ইসতেখলাফ পড়লে এই বিষয়টি খুব স্পষ্ট হয়ে যাবে। সেখানে খিলাফত বিষয়ক বর্ণনার পূর্বে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করার আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং খিলাফত বিষয়ক বর্ণনার পর আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের উল্লেখ হয়েছে। এটি কোন আকস্মিক বিষয় নয় বরং গূঢ় তাৎপর্যবাহী। খলিফার আনুগত্য করাটাই প্রকৃত অর্থে রসূলের আনুগত্য করা। আর রসূলের সঙ্গে আনুগত্য করার যথাযথ ফল এটাই দাঁড়ায় যে, রসূলের সঙ্গে কৃত আনুগত্যের ন্যায় তাঁর খলিফার সঙ্গেও একই আন্তরিকতা ও গভীরতার সাথে সম্পর্ক রাখা ও আনুগত্য করা একান্ত দরকার।

যুগ খলিফার সঙ্গে আন্তরিকতার সাথে যুক্ত হয়ে থাকার গুরুত্ব ও তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে রসূলে মাকবুল (সা.) এর বিশেষ হাদিসটি আমাদের সব সময় মনে রাখা প্রয়োজন। তিনি (সা.) বলেন,

''فَإِنْ رَأَيْتَ يَوْمَئِذٍ خَلِيْفَةَ اللهِ فِي الْأَرْضِ فَالْزِمْهُ وَإِنْ نُهِكَ جِسْمُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ۔''

অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহ্'র খলিফাকে পৃথিবীতে দেখতে পাও, তাহলে তাঁর সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করে নিও। সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে যদিও তোমাদের শরীরকে খণ্ড বিখণ্ড করে দেওয়া হয় এবং সমস্ত ধন সম্পদ লুট করে নেওয়া হয় তবুও। **(মসনদ আহ্মদ বিন হাম্বল- হাদিস নং ২২৩৩৩)**

এই হাদিস হতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, খিলাফতই হল পৃথিবীতে সর্বাধিক মূল্যবান রত্ন ভান্ডার। জীবন ও ধন সম্পদের চেয়েও অধিক মূল্যবান। সুতরাং এই মূল্যবান সম্পদ যখন আল্লাহ্তা'লা কোন জামাতকে দান করেন তখন তাঁর সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া এবং অঙ্গাঅঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত থাকাটাই হবে প্রকৃতপক্ষে জীবিত থাকার নিশ্চয়তা।

খিলাফতের কল্যাণরাজি

খিলাফতের কল্যাণাবলী হল নিম্নরূপ :-

(১) ধর্মের পরিপূর্ণতা

(২) শান্তি প্রতিষ্ঠা

(৩) প্রকৃতরূপে ইবাদতে ইলাহীর প্রতিষ্ঠা

(৪) প্রকৃতরূপে একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা

(৫) মানব সেবা

(৬) ইসলাম প্রচার

(৭) উন্নতির পথ উন্মোচন করা

(৮) একতা ও দলবদ্ধতার প্রতিষ্ঠা

(৯) ঐশী সমর্থন ও সহযোগিতা

(১০) মোমিনদের জামাতের জন্য ব্যথিত হৃদয়ে খোদার নিকট দোয়াকারী একজন মহান মানুষকে পাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন।

(১১) আধ্যাত্মিক জীবনের সংরক্ষণ

খিলাফতের কল্যাণের ঘোষণা কুরআনের বহু স্থানে বর্ণিত হয়েছে। বিশেষ করে সূরা নূরের ৫৬ নং আয়াতে অতি সংক্ষিপ্তাকারে বলা হয়েছে, খিলাফতের মহৎ গুণাবলীর মধ্যে একটি হল, খিলাফতের মাধ্যমে ধর্ম পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং মোমিনদের ভয়ের পরিস্থিতি শান্তির বাতাবরণে পরিবর্তিত হয়। একেশ্বরবাদের ইবাদত ও তার ভিত্তি অনেক শক্তিশালী হয়। প্রকৃত পক্ষে বিশুদ্ধভাবে একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা হয়। ধর্মের সঙ্গে সংযুক্ত প্রতিটি বিভাগে নতুন প্রাণের সঞ্চার ঘটে। উন্নতির নতুন নতুন মার্গ উন্মোচিত হয়, যার উপর ভিত্তি করে এই ঐশী নিয়ামত আর এই ঐশী নিয়ামতের তত্ত্বাবধানে মোমিনরা তাদের জীবনের উদ্দেশ্য সফলতার দিকে এগিয়ে যেতে

থাকে। পথিমধ্যে সকল প্রকার বাধা বিঘ্নতাকে সরিয়ে দেওয়ার পন্থা বলে দেন এই ঐশী খিলাফত। সমস্ত ধরনের দুঃখ-বেদনা মোচন করার একমাত্র উপায় হল খিলাফত। সব থেকে বড় কথা হল দলবদ্ধতাকে প্রতিষ্ঠা করে জাতীয় ঐক্যকে ধরে রাখে এবং জামাতীয় মেরুদন্ডকে ভগ্ন হতে রক্ষা করে সোজা দন্ডায়মান রাখে এই খিলাফত। আল্লাহ'র ইবাদত এবং তাঁর গুণাবলীর রঙে রঙিন হওয়ার জন্য সমস্ত ধরনের উপদেশাবলী দিয়ে থাকেন যুগ খলিফা। উক্ত উপদেশাবলী অবলম্বনে মোমিনগণের জামাত অগ্রবর্তী হতে থাকে। এই ঐশী নেতৃত্ব মোমিনদেরকে সৎকর্ম, পূণ্যের মাত্রা ও পূণ্য কর্ম করার সঠিক সময় ও পদ্ধতির দিশা বলে দেন যার ফলে তাকোওয়ার ক্ষেত ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে ওঠে। আল্লাহ'র অভিপ্রায়কে বুঝে মোমিনদেরকে আল্লাহ'র রাস্তায় উৎসর্গিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত করেন যুগ খলিফা।

এই ঐশী পদ্ধতি মানব সেবার জন্য এবং মানবের মঙ্গলের জন্য। মোমিনদের শুধুমাত্র বাহ্যিকভাবে আগ্রহী করে তোলে না বরং সঠিক ব্যবস্থাপনার নিমিত্তে নিয়মিতভাবে প্রতিষ্ঠান খোলা হয়েছে যার মাধ্যমে মানব সেবার কাজে ব্রতী করে মোমিনদেরকে বান্দার অধিকার আদায়ের প্রতি বেশি বেশি সচেতনতা বোধ গড়ে ওঠে।

এই ঐশী নেতৃত্ব অগনিত গুণাবলী লাভদায়ক ও বরকতময় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। সেই কারণে একজন খলিফার হৃদয় মানুষের জন্য ভালবাসায় পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। তাঁর অনুসারী ও অনুগামীদের সঙ্গে ভালবাসার দৃঢ় সম্পর্ক কোন জাগতিক আত্মীয়তার সঙ্গে তুলনা করা সঠিক হবে না। কারণ এই সম্পর্ক একজন দয়ালু মায়ের চেয়েও অধিক গভীরতর। কারণ একজন অনুসারীর দুঃখে তিনি গভীর দুঃখী ও চঞ্চল হয়ে ওঠেন। অনুগামীরা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় রাত্রি যাপন করেন, কিন্তু তিনি তাদের উন্নতির জন্য পথের দিশা নির্মান করেন। সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িতের উদ্দেশ্যে রাত জেগে খোদার নিকট দোওয়ায় রত থাকেন। তাঁর দোওয়ার ফলেই জামাতের হৃদয়বান লোকেদের অসম্পূর্ণ কাজ সম্পাদিত হয়। সর্বসাধারণের জন্য দয়াসুলভ আচরণের জ্বলন্ত উদাহরণ হল, প্রতিদিন পৃথিবীর সমগ্র বিশ্বকে নিজের চেতনার মাঝে উপস্থাপন করে অস্থীর হয়ে ওঠেন। প্রত্যেকের জন্য সঠিক রাস্তা ও

উন্নতির কামনা করেন। সুতরাং তাঁর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে অগনিত কল্যাণরাজি সম্পৃক্ত হয়ে থাকে এবং এই সম্পৃক্ততায় বহু মানুষ প্রফুল্লতা অর্জন করেন। প্রকৃত অর্থে এই কল্যাণ নবুওতের কল্যাণের প্রতিচ্ছায়া।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এবং মহান ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন খলিফাগণের উদ্ধৃতির আলোকে খিলাফতের কল্যাণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ঃ-

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

"আমাদের নবী করীম (সা.) এর মৃত্যুর পর এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। আরবের বহু দল ঈমান হতে বিমুখ হয়ে যায়। অনেকে আবার যাকাত দিতে অস্বীকার করে, কয়েকজন মিথ্যা নবীর দাবীদার আত্ম প্রকাশ করে। আর এমন সময় দৃঢ়চেতা, স্থায়ী চিন্তাভাবনা পোষণকারী মজবুত ঈমানদার, বাহাদুর ও সকলের মন জয়কারী একজন খলিফার প্রয়োজন ছিল। হযরত আবূ বকর (রা.) কে নির্বাচিত করা হয়। খলিফা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে অনেক বড় বড় দুঃখের সম্মুখীন হতে হয়। যেমন হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, নৈরাজ্যের উপর নৈরাজ্য এবং আরবদের অবাধ্যতা এবং মিথ্যা নবীর দাবীদাররা রসূলুল্লাহ (সা.) এর খলিফারূপে নির্বাচিত আমার পিতাকে বহু সমস্যার সম্মুখীন করেছিল। সেই যাতনা তাঁর হৃদয়ে নিপতিত হয় আর এই সমস্যা ও দুঃখ এতটাই বিশালাকার ছিল তা যদি কোন পাহাড়ের উপরে নিপতিত হত, সেই পাহাড়ও ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যেত। কিন্তু খোদাতা'লার চিরাচরিত নিয়ম হল, কোন ঐশী রসূলের মৃত্যুর পর যখন তাঁর কোন খলিফা নির্বাচিত হন, তখন তাঁর মধ্যে আল্লাহ্তা'লা বিরত্ব এবং শক্তির সঞ্চার ঘটান। এছাড়াও চূড়ান্ত ও দূরদর্শীতা এবং মজবুত মনের অধিকারী হওয়ার ক্ষমতা তাঁর মধ্যে সঞ্চার করে দেন। আর উপরোক্ত কথাগুলিও যথাযথ হযরত আবূ বকর (রা.)'র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।"

(রূহানী খাযায়েন, ১৭তম খন্ড পৃ. ১৮৫-৮৬, তোহফা গুলোড়বিয়া)

"যখন কোন রসূল বা বুজুর্গ ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন তখন পৃথিবীতে এক ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়, আর সেই সময়টা অনেক ভয়াবহ হয়ে ওঠে। কিন্তু খোদাতা'লা খলিফার সহায়তায় সেই বিপদসঙ্কুল অবস্থার পরিবর্তন করেন এবং ঐশী আদেশাবলী পুনরায় নতুনভাবে খলিফার মাধ্যমে মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।" (মালফুজাত ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৩৮৪)

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন,

"ফেরেস্তাগণ হতে কল্যাণমন্ডিত হওয়ার একটি সহজ উপায় হ'ল, আল্লাহ্তা'লা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত খলিফার সঙ্গে আন্তরকিতার সুসম্পর্ক তৈরী করা ও তাঁর আনুগত্য করা.....। খোদাতা'লার পক্ষ থেকে তোমাদেরকে নতুন আত্মা প্রদান করা হবে এবং সেই আত্মার মধ্যে শান্তি নিপতিত হতে থাকবে। সেই আত্মা খোদাতা'লার ফেরেস্তাগণের তত্ত্বাবধানে থাকবে.....। সম্পর্ক স্থাপনের ফলে তোমাদের মধ্যে একটি বড় পরিবর্তন সাধিত হবে। তোমাদের সংকল্প দৃঢ় হবে, বিশ্বাস ও ঈমান বর্ধিত হবে, ফেরেস্তাগণ তোমাদের সহযোগিতার জন্য দন্ডায়মান হবে। তোমাদের মনের মধ্যে স্থিরতা এবং কুরবাণী করার প্রবণতা তৈরী করবেন। সুতরাং সত্য খলিফার সঙ্গে সুসম্পর্কের অর্থই হল ফেরেস্তাগণের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন এবং মানুষকে খোদার জ্যোতির দ্বারা পরিবেষ্টিত করে।" (খিলাফত আলা মিন হাজে নবুওত ৩'য় খন্ড পৃ. ৩৯২)

"আল্লাহ্তা'লা তোমাদেরকে খিলাফতের কল্যাণ প্রদান করেছেন। এই কল্যাণ হতে অন্যান্যরা (অপর মুসলমানেরা-গ্রন্থাকার) বঞ্চিত। এই খিলাফত মুষ্টিমেয় আহমদীদেরকে একত্রিত করে এমন শক্তিশালী করে তুলেছে, যা একাকী অবস্থায় মোটেও সম্ভব হতো না। এমনিতেই প্রত্যেক জামাতের মধ্যে দুর্বল ও সবল দুই রকম লোকজন থেকে থাকে। আবার একাই সকল বোঝা ওঠাতে সক্ষম এমন শক্তিশালী ব্যক্তিও থাকেন। কিন্তু সমস্ত লোকজনকে একই সূতায় বাঁধতে গেলে একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রবিন্দুর প্রয়োজন। কেন্দ্রবিন্দুর লাভ হল, দূর্বলদেরকে পিছিয়ে পড়তে দেয় না আর সবলদেরকেও এতো বর্ধিত হতে দেয় না যার প্রতিপক্ষতায় অন্যেরা নিজেদেরকে তুচ্ছ মনে করে বসবে। যদি কেন্দ্রবিন্দু না থাকে তাহলে দুর্বলরা পিছিয়ে পড়বে এবং সবলরা এতো আগে বেরিয়ে যাবে যে অন্যরা মনে করবে এই ব্যক্তি তো উচ্চস্তরের

মানুষ আর আমরা নগণ্য। তাই আমাদের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক! কিন্তু ইসলামি ব্যবস্থপনায় অন্তর্ভুক্তির পর তাঁরা একে অপরের সঙ্গে এমন ভাবে মিলে মিশে যান যে, অনেক সময় ধনী ও গরীব এর কোন পার্থক্যই থাকে না।" (খিলাফত আলা মিন হাজে নবুওত ৩'য় খন্ড, পৃ. ৩৫৮-৩৫৯)

"খিলাফত এবং সংগঠনের কল্যাণ হল, আহমদীয়া জামাত বিভিন্ন ভাষাতে কুরআন মজীদের অনুবাদ প্রকাশ করতে পেরেছে। নতুবা জামাতের মধ্যে এমন একজনও বিত্তশালী ব্যক্তি নেই যে এই অনুবাদগুলির মধ্যে একটি অনুবাদও প্রকাশ করতে সক্ষম হত। কিন্তু দলবদ্ধভাবে একত্রিত হয়ে আমরা এই সময় ইংরেজী, ডাচ, রাশিয়ান, স্পেনিস, পতুর্গীজ, ইটালীয়ান, জার্মান, ফরাসি ভাষাতে কুরআন করীম এর অনুবাদ করে ফেলেছি.....। আমাদের ইচ্ছা আছে যে, আমরা সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাষাতে কুরআন করীমের অনুবাদ প্রকাশ করব। যাতে এমন কোন ভাষাভাষির মানুষ যেন অবশিষ্ট থেকে না যান যারা এই কুরআন থেকে লাভান্বিত হতে পারবেন না।" (খিলাফত আলা মিন হাজে নবুওত ৩য় খন্ড পৃ. ৫৬৯)

প্রসঙ্গত: এখানে একটি কথা বলে রাখি, আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আহমদীয়া জামাতের তত্ত্বাবধানে ৭৪ টি ভাষাতে কুরআনের অনুবাদ প্রকাশিত হয়ে গেছে। ২০১৫ সনে সুনহালী ও বর্মী ভাষাতে কুরআনের অনুবাদ প্রকাশ পেয়েছে। (আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল ২৫'শে সেপ্টেম্বর ২০১৫ অধ্যায় খ্রি:, ১'লা অক্টোবর ২০১৫ খ্রি:)

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বলেন,

"দ্বিতীয় কুদরত খোদার পক্ষ থেকে বড় একটি অনুগ্রহ, যার মুখ্য উদ্দেশ্য হল, জাতিকে একত্রিত করা এবং বিভাজন হতে মুক্ত রাখা। আর খিলাফতের সূতায় জামাত মুক্তার মালার ন্যায় গাঁথা রয়েছে। মুক্তা যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে থাকে, তাহলে সেটা যেমন সুরক্ষিত থাকে না, আর দেখে সুন্দরও মনে হয় না। মালার ন্যায় এক সূতায় গাঁথা মুক্তা সুশ্রী ও সুরক্ষিত থাকে। কুদরতে সানিয়া না হলে সত্য ধর্ম কখনও উন্নতি লাভ করতে পারে না। সুতরাং এই কুদরতের সঙ্গে পরিপূর্ণরূপে সহৃদয় ও আন্তরিকতা এবং

বিশ্বাস ও সবলতার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করুন এবং খিলাফতের আনুগত্য করাকে চিরস্থায়ী অভ্যাসে পরিণত করুন। আর তাঁর সাথে ভালবাসার সম্পর্ককে এতোটাই বর্ধিত করুন যে অন্য সমস্ত আত্মীয়তার সম্পর্ক এই ভালবাসার তুলনায় হীন মনে হয়। ইমামের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনেই সকল প্রকার কল্যাণ নিহীত। তিনিই আপনাদের জন্য সমস্ত ধরনের ফিৎনা ও বিপদাবলীর সময় ঢাল হয়ে দাঁড়াবেন।" (মাশা'লে রাহ্ ৫'ম খন্ড, প্রথম ভাগ পৃ. ৪-৫, প্রকাশনায় মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া ভারত, মে ২০০৭ খ্রি:)

"এই কুদরতে সানিয়া বা খিলাফতের নিজাম এখন ইনশা'ল্লাহ্ চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকবে। আঁ হযরত (সা.) এর খিলাফতের কাল মাত্র ৩০ বছর এর সাথে এই খিলাফতের কোন সম্পর্ক নেই। কেননা, আঁ হযরত (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ৩০ বছরের খিলাফতকাল প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর এই চিরস্থায়ী খিলাফতের ভবিষ্যদ্বাণীও আঁ হযরত (সা.) নিজেই করেছিলেন। কিয়ামত পর্যন্ত কি হবে তা আল্লাহতা'লাই ভালোভাবে জানেন। তথাপি আমি আপনাদেরকে নিশ্চয়তা প্রদান করছি, এই খিলাফতের যুগ (হযরত মসীহ্ মাওউদ আ.) এর প্রজন্ম থেকে আরো কয়েক প্রজন্ম পর্যন্ত বরং অগণিত প্রজন্ম পর্যন্ত চলতে থাকবে ইনশা'ল্লাহ্তা'লা। শর্ত একটাই যেন আপনাদের মধ্যে সৎকর্ম ও খোদাভীরুতা বজায় থাকে।" (খোতবা জুমা- ২৭'শে মে, ২০০৫ খ্রি:) (বদর খিলাফতে আহমদীয়া সদ্ সালা জুবলী নম্বর ২০০৮ খ্রি:,পৃ. ১৭-১৮)

আল্লাহ্তা'লা সবসময় আহমদীয়াতের খলিফাগণের মাধ্যমে জামাতের ভীতিকে শান্তিতে পরিবর্তিত করেছেন এবং বিভিন্ন সমস্যার সময় (সত্য ধর্মকে) পূর্বের তুলনায় অধিক শক্তিশালী ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা দান করেছেন। ইতিপূর্বে যেমন ঐশী চক্ষু এই দৃশ্য পরিলক্ষিত করেছে, অনুরূপভাবে আজও পৃথিবী প্রত্যক্ষ করছে এবং আগামীতেও প্রত্যক্ষ করবে যে খোদাতা'লার সাহায্য প্রাপ্ত খিলাফতের তত্ত্বাবধানে থাকা জামাতকে ভষ্মিভূত করে দেওয়ার আশায় উত্থাপিত আগুনের লেলিহান শিখা জামাতের কোন ধরনের ক্ষতিসাধন করতে পারেনি। খোদাতা'লা তাদের অবাস্তবায়িত পরিকল্পনা তাদের উপরেই নিপতিত করবেন। সেই আগুনেই তাদের সমস্ত আশা ও আকাঙ্খাকে ভষ্মিভূত করে দেওয়া হবে। ইতিপূর্বেও হৃদি মধ্যে লালিত এমন চিন্তাভাবনা পালনকারীগণ

ভূমির অতল গহ্বরে বিধ্বস্ত হয়েছে পরবর্তীতেও এরা বিধ্বস্ত হবে। কিন্তু কখনই কেউ এক মুহূর্তের জন্যও আহমদীয়া জামাতের উন্নতিকে রুদ্ধ করতে সক্ষম হবে না। সর্বদা তাদেরকে বিনষ্ট করে আল্লাহ্‌তা'লা পৃথিবীবাসীকে প্রত্যক্ষ করিয়েছেন যে, খিলাফতে আহমদীয়ার সাহায্যও সমর্থনকারী জীবন্ত শক্তিশালী খোদা আমিই এবং আমি সর্বদা ঐশী সিলসিলার জন্য নিজের শক্তিসম্পন্ন হাত দেখিয়ে থাকি। আর এই সাহায্য ও সহযোগিতার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "পৃথিবী আমাকে চেনে না। কিন্তু খোদা আমাকে চেনেন। কারণ তিনিই আমাকে প্রেরণ করেছেন। একেবারেই দুর্ভাগা সেই ব্যক্তি যে আমার ধ্বংস চায়। আমি প্রকৃত প্রভুর হাতে রোপিত বৃক্ষ। ....হে মানুষেরা! আপনারা অবগত হন, আমার সমর্থনে সেই হস্ত বিদ্যমান যা অন্তিম সময় পর্যন্ত বিশ্বস্থতা বজায় রাখবে।" **(টিকা তোহফা গুলোড়বিয়া রূহানী খাযায়েন ১৭তম খন্ড, পৃ. ৪৯-৫০)**

"বিরোধীরা জামাতকে পৃথিবীর সামান্য কয়েকটি প্রান্তে বিস্তৃতি লাভের পথের বাধা হয়ে দাঁড়ানোর অসফল চেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লা মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর প্রতিশ্রুত সন্তানের দ্বারা ইসলাম এবং মাহদী (আ.) এর বার্তাকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাহরিকে জদীদের ন্যায় একটি মহান স্কিমের শুভারম্ভ করেন। তারই একটি অনিন্দ্য সুন্দর রূপ আজকে আমরা এম.টি.এ স্বরূপ দেখতে পাচ্ছি। আল্লাহ্‌তা'লা এই স্বর্গীয় আর্শিবাদের ফলে যুগ খলিফার আওয়াজকে সমগ্র পৃথিবীতে প্রসারিত করেছেন।" **(স্মরনিকা খিলাফত শতবার্ষিকি জুবলী ২০০৮ সন) (তাহরিকে জদীদ আঞ্জুমান আহমদীয়া পাকিস্তান পৃ. XV)**

"বর্তমানে খোদাতা'লার কৃপায় আহমদীয়া জামাতের সদস্যবৃন্দের সঙ্গে খলিফার অটুট আধ্যাত্মিক ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরী হয়ে গেছে। ছোট-বড়, পুরুষ-মহিলা সকলেই খলিফার সঙ্গে এতটাই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করে ফেলেছে যা ঐশী সমর্থন ব্যতিরেকে একেবারেই অসম্ভব। সমগ্র পৃথিবীতে খলিফার ভালোবাসার প্রিয়জন এবং জীবন উৎসর্গকারী ব্যক্তিবর্গেরা ছড়িয়ে রয়েছে যারা খিলাফতের মাধ্যমে প্রাপ্ত আল্লাহ'র রজ্জুকে ধারণ করে সমগ্র পৃথিবীতে ইসলামের শান্তিপূর্ণ, প্রেম-প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বময় শিক্ষার উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আল্লাহ্‌তা'লা খিলাফতের কল্যাণে আহমদীয়া জামাতকে

এক ঐশী নেতৃত্বের ছায়াতলে জমা করেছেন। তাদেরকে খিলাফতের বরকতময় রজ্জুর সাথে বেঁধে দিয়েছেন। এটাই সেই ঐশী সাহায্য প্রাপ্ত জামাত যারা পৃথিবীতে আবিষ্কৃত সকল প্রকার প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের কাছে সত্য ধর্মের শিক্ষা পৌঁছে দিচ্ছে। খিলাফতের এই প্রেমিকের দলেরা প্রতি মুহূর্তে সত্য ধর্মের প্রতিষ্ঠাকল্পে নিয়োজিত। প্রতিটি সকাল আহমদীয়াত অর্থাৎ প্রকৃত ইসলামের উন্নতি ও বিজয়ের খবর নিয়ে আসছে। আর এরই নাম হল ধর্মের পরিপূর্ণতা। অতএব আল্লাহ্‌তা'লা মোমিনদের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার অনুযায়ী খিলাফত প্রতিষ্ঠিতের কারণে ভয়ের পরিস্থিতি শান্তির বাতাবরণে পরিবর্তন এবং দ্বিনের পরিপূর্ণতার জ্বলন্ত প্রমাণ হল, জামাত আহমদীয়ার খিলাফত। সুতরাং এই কল্যাণ হতে সর্বদা লাভবান হওয়া এবং পরবর্তী প্রজন্মকে সুরক্ষিত রাখার জন্য খিলাফতের সঙ্গে অঙ্গাঅঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত থাকতে হবে। সর্বদা খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকুন, নিজ সন্তান সন্ততিকেও এই শিক্ষায় শিক্ষিত করুন এবং সর্বদা দোওয়া ও আন্তরিকতার সঙ্গে খিলাফতের সাহায্যকারীতে পরিণত হোন। আল্লাহ্‌তা'লা আপনাদের সকলকে এই সৌভাগ্য দান করুন (আমীন)।" (স্মরণিকা খিলাফতে আহমদীয়া শতবার্ষিকী জুবলী ২০০৮ খ্রিঃ) (তাহরিকে জদীদ আঞ্জুমান আহমদীয়া পাকিস্তান পৃ. XVI)

"আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস হল, খলিফা আল্লাহ্‌তা'লাই তৈরী করেন। আর খলিফা নির্বাচনে কোন ধরনের ভুল থাকে না। আল্লাহ্‌তা'লা যাকে খিলাফতের বস্ত্র পরিধান করান, কোন ব্যক্তিই সেই বস্ত্রকে স্ব-ইচ্ছায় খুলে ফেলতে অথবা ছিনিয়ে নিতে পারবে না। একজন দুর্বল ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌ খলিফা নির্বাচিত করেন। অনেক সময় মানুষেরা যাঁকে অতি তুচ্ছ মনে করে। কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে নির্বাচিত করে তাঁর মধ্যে এমন প্রতাপ প্রদান করেন যে তাঁর স্বীয় সত্ত্বা বিলুপ্ত হয়ে ঐশী শক্তির ছায়াতলে লীন হয়ে যায়। তখন আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে উঠিয়ে নিজের ক্রোড়ে স্থান দেন এবং স্বীয় সাহায্য ও সমর্থন প্রতি মুহূর্তে তাঁর সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেন। তাঁর হৃদয়ে মধ্যে জামাতের সমবেদনা এমনভাবে প্রোথিত করেন যে তিনি এই যাতনায় স্বীয় যাতনা হতে অত্যাধিক ব্যাথাতুর হন। তখন জামাতের প্রত্যেকটি সদস্যের মনের মধ্যে অনুভূতির সৃষ্টি হয় যে, তাদের দুঃখ, বেদনা মোচন করার জন্য

খোদার নিকট ব্যথিত হৃদয়ে একজন দোওয়াকারী ব্যক্তি তাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন"। (রোজনামা আল্ ফযল ৩০'শে মে, ২০০৩ খ্রিঃ, পৃ. ২) (বদর আখবার খিলাফতে আহমদীয়া সদ সালা জুবলী নম্বর ২০০৮ খ্রিঃ, পৃ. ১৭)

"...জামাতীয় সদস্যগণের সহিত খিলাফতের সম্পর্ক এবং খলিফার সহিত জামাতীয় সদস্যগণের সম্পর্ক এমন একটি বিষয় যা জাগতিক মানুষের চিন্তাধারা নাগালের বাইরে। তাদের দ্বারা সম্পর্কের এই গভীরতাকে উপলব্ধি করা অসম্ভব।

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালিস (রহ.) একটি বড় সত্য কথা বলেছিলেন, "জামাত আর খলিফা একই সত্ত্বার দুটি নাম। সুতরাং জামাত এবং খলিফার সম্পর্কের সুস্পষ্ট চিত্র জলসার সময় দৃশ্যমান হয়। আলহামদুলিল্লাহ্, এই কারণে আমি অত্যন্ত উৎফুল্লিত। আল্লাহ্তা'লার ফযলে জামাতে আহমদীয়া কানাডা অন্তরিকতা ও দায়বদ্ধতায় অনেক এগিয়ে রয়েছে। আল্লাহ্তা'লা তাদের এই দৃঢ় সম্পর্ককে যেন আরও দৃঢ়তা দান করুন। এই আন্তরিকতা ও দৃঢ়তা যেন সাময়িক না হয়ে চিরস্থায়ী হয়। আপনারা সর্বদা ভালবাসা ও আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন। ২৭'শে মে যখন আমি খিলাফত সংক্রান্ত খোতবা প্রদান করেছিলাম, তখন জামাতীয় এবং ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন জায়গা থেকে সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক চিঠি কানাডা থেকে এসেছিল। আল্লাহ্ করুন এই ভালবাসা ও আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ এবং দাবী যেন সাময়িক না হয়ে চিরস্থায়ী ও চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকে এবং আপনাদের বংশ পরম্পরায় যেন এটি বজায় থাকে।" (খোতবাতে মাসরূর ৩'য় খন্ড, পৃ. ৩৮৮-৩৮৯, প্রকাশনায় কাদিয়ান ২০০৫ খ্রিঃ)

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ খামেস (আই.) খিলাফতের কল্যাণ সম্পর্কে উদাহরণ দিতে গিয়ে নাইজেরিয়ার জামাতের কথা উল্লেখ করে বলেন,

"নাইজেরিয়ার জামাত তো খিলাফতের কল্যাণকে স্বচক্ষে অবলোকন করেছে। তাই আপনাদেরকে খিলাফতের অনেক বেশি সম্মান করা উচিত। আপনারা জানেন যে, যারা মসজিদসহ খিলাফতের ছত্রছায়াতল থেকে সরে গিয়েছিলো, আজ তাদের অবস্থা কি? কিছুই নেই। কিন্তু যারা খিলাফতের বরকতময় নিজামের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, এবং নিজেদের বয়াতের অঙ্গিকারকে

পরিপূর্ণ করার চেষ্টা করেছিলেন, আল্লাহতাআলা তাদেরকে অসংখ্য পুরস্কারে পুরস্কৃত করেছেন। আজকে আপনারা (নাইজেরিয়ার) প্রত্যেকটি শহরে জামাত আহমদীয়ার উন্নতির দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছেন। আজকে এখানে হাজার হাজার লোকজনের সমাগমই বলে দিচ্ছে, খিলাফতের ছত্রছায়ায় সমস্ত কল্যাণ নিহিত রয়েছে। সুতরাং সর্বদা স্বীয় দায়িত্বাবলীর দিকে সজাগ দৃষ্টি দিন। আল্লাহ্‌তা'লা আপনাদের এই সৌভাগ্য দান করুন এবং খিলাফতের কল্যাণ থেকে লাভান্বিত হতে থাকুন। আমীন " (তাসিরাতে খিলাফতে আহমদীয়া সদ সালা জুবলী ২০০৮ খ্রিঃ পৃ. ৭৬-৭৭)

১'লা মে ২০০৮ সনে লাজনা ইমাইল্লাহ ইউ.কে হযরত খলিফাতুল মসীহ পঞ্চম (আই.) এর সফলতা পূর্বক পশ্চিম আফ্রিকার ভ্রমণ থেকে প্রত্যাবর্তনের খুশিতে একটি সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সেই অনুষ্ঠানে হুযুর (আই.) হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর লিখিত পুস্তক আল ওসিয়্যত এর একটি অংশ উল্লেখ করে বলেন,

"হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর একটি উদ্ধৃতি এখানে উপস্থাপন করছি। আল্লাহতা'লা যখন হুযুর আকদস (আ.) কে বলেন, তোমার প্রত্যাবর্তনের সময় সন্নিকটে তাই একটি কবরস্থান তৈরী কর। যন্মধ্যে উন্নতমানের কুরবানীকারী ব্যক্তিবর্গদের কবরস্থ করা হবে। সেই সময় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) একটি পুস্তিকা রচনা করেন, যার নাম 'রিসালা আল্ ওসীয়্যত'। উক্ত পুস্তকে মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

হে আমার প্রিয়গণ! সূচনালগ্ন থেকেই খোদার নিয়ম অব্যাহত যে, খোদাতা'লা দু'টি কুদরত দেখান যদ্বারা বিরুদ্ধবাদীদের দু'টি মিথ্যা খুশি তছনছ হয়ে যায়। সুতরাং এখন কোন মতেই তিনি তাঁর প্রাচীন নিয়মাবলীকে পরিহার করবেন না। সেজন্যে তোমাদের নিকট উপস্থাপিত আমার কথায় তোমরা দুঃখিত হয়ো না এবং বিচলিতও হয়ো না। কেননা, তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরতের দর্শনও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এর আগমন তোমাদের জন্য শুভ। কারণ এটি চিরস্থায়ী এবং কিয়ামত পর্যন্ত অবিচ্ছন্ন থাকবে। আমার না যাওয়া পর্যন্ত দ্বিতীয় কুদরতের আগমন ঘটবে না। কিন্তু আমি যখন চলে যাব তখন খোদাতা'লা তোমাদের জন্য ঐ দ্বিতীয় কুদরতকে প্রেরণ করবেন,

আর সেটা তোমাদের সঙ্গে চিরস্থায়ীরূপে বিদ্যমান থাকবে।" (আল্ ওসীয়্যত রূহানী খাযায়েন ২০তম খন্ড ,পৃ. ৩০৫)

"আমরা হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আ.)এর উক্তি অনুযায়ী এই সুসংবাদটিকে বিগত (১০০) একশত বছর ধরে সত্য হতে দেখে আসছি এবং পরবর্তীতেও দেখতে থাকব। প্রথম খলিফার সময় মানুষদের মনে এই ধারণার উদ্রেক হয়েছিল যে, মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর মৃত্যু হয়েছে। এখন তো আহমদীয়া জামাত কয়েকদিনের অতিথি মাত্র। অতঃপর যখন দ্বিতীয় খলিফার যুগে অভ্যন্তরীণ নৈরাজ্য উত্থাপিত হয় এবং খিলাফতের অস্বীকারী ব্যক্তিদেরকে পয়গামী, লাহোরী ও গায়ের মুবাইনও বলা হয়, তারা অনেক চাপ দেয় যে, বর্তমানে নিজামে জামাতকে পরিচালনা করার অধিকার আঞ্জুমানের হওয়া উচিত; খিলাফতের কোন প্রয়োজন নেই। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)'র বয়স ছিল সেই সময় মাত্র ২৪ বছর। অপরদিকে বড় বড় শিক্ষিত পন্ডিত এবং সেই সময়কার ইসলামের তথা আহমদীয়াতের ও জামাতীয় নিজামের মেরুদন্ড বলে খ্যাত ধর্মীয় পন্ডিতগণ খিলাফত থেকে পৃথক হয়ে যায়। স্বল্প সংখ্যক মানুষ দ্বিতীয় খলিফার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকেন। এতদ্সত্ত্বেও আমরা দেখেছি হযরত খলিফাতুল মসীহ সানি (রা.)'র ৫২ বছর খিলাফতকালের প্রতিটি দিন উন্নতির নতুন শিখর চুম্বন করতে থাকে। তাঁর সময়কালেই আফ্রিকাতে মিশন খোলা হয়, ইউরোপে খোলা হয় এবং খিলাফতের ১০ বছরের মধ্যেই লন্ডনে মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করা হয়।

অতঃপর তৃতীয় খিলাফতকালের শুভ সূচনা হয়। তৃতীয় খলিফার যুগে আফ্রিকাতে বিশেষ করে আফ্রিকার সেই দেশগুলিতে যেখানে কোন একসময় ব্রিটিশদের আবাস ছিল, সেই স্থানে আহমদীয়া জামাত খুব প্রসার লাভ করে এবং জামাতের স্থাপনাও হয়।

অতঃপর চতুর্থ খলিফার যুগে আমরা ক্রমবর্ধমান উন্নতির এক নতুন দিশা প্রত্যক্ষ করেছি। আফ্রিকা, আমেরিকা ও এশিয়াতে এম.টি.এ.'র মাধ্যমে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে জামাতের আওয়াজ পৌঁছে গেছে।

সুতরাং এই উন্নতির রাস্তা সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছিলেন, দ্বিতীয় কুদরতের আগমন তোমাদের জন্য আবশ্যক। কেননা,

সেটি চিরস্থায়ী। চিরস্থায়ী জিনিস তাকেই বলা হয়, উন্নতি যার সঙ্গে সদা বিদ্যমান থাকে। তাই আল্লাহ্‌তা'লার কৃপায় জামাত খিলাফতের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার ফলে উন্নতির পর উন্নতি করে চলেছে। খলিফাতুল মসীহ্ রাবে (রহ.)'র মৃত্যুর পর আল্লাহ্‌তা'লা যখন আমাকে উক্ত পদে ভূষিত করেন, আমার মনের মধ্যে ভয়ের সৃষ্টি হয়, জামাত কিভাবে চলবে? তখন আল্লাহ্‌তা'লা সমস্ত দায় দায়িত্ব স্বহস্তে ধারণ করেন ও সবদিক থেকে সান্ত্বনা দেন ও উন্নতির গতিধারাকে অব্যাহত রাখেন এবং পরবর্তীতে রাখবেন। কেননা, এটি খোদার অঙ্গিকার। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সঙ্গে খোদাতা'লার অঙ্গীকার রয়েছে, "আমি তোমার জামাতকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেব।" আল্লাহ্‌তা'লার অপার অনুগ্রহে আজ জামাত আহমদীয়া পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছে। লোকজন দলে দলে এই জামাতভুক্ত হচ্ছেন। কারণ আল্লাহ্‌তা'লা সর্বদা নিজ প্রিয়জনের সম্মান রক্ষা করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌তা'লার একটি কাজ মুষ্টিমেয় লোকজনের মাধ্যমে সম্পাদন করান এবং আম্বিয়াদেরকে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করে নিজ প্রিয়ভাজন বান্দার মাধ্যমে পৃথিবীতে নিজ শিক্ষা ও নীতিমালাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। আর নবীগণের পর তাঁদের মান্যকারীদের মধ্যে খিলাফতের পদ্ধতি চালু করে সফলতার পথ সুগম করে দেন।" **(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, খিলাফতে আহমদীয়া সদ্ সালা জুবলী নম্বর- ২৫'শে জুলাই থেকে ৭'ই আগষ্ট ২০০৮ খ্রিঃ, পৃ. ১৬) (তাসিরাতে খিলাফতে আহমদীয়া সদ্ সালা জুবলী ২০০৮ খ্রিঃ, পৃ. ৮৯ - ৯১)**

হুযুর আনোওয়ার (আই.) জামাতের সভ্যদেরকে সুসংবাদ প্রদান করে বলেন,

"এই যুগ আমরা পঞ্চম খলিফার নেতৃত্বে নতুন শতাব্দীতে প্রবেশ করছি, ইনশা'ল্লাহ্‌তা'লা বিজয় ও সফলতার নতুন যুগ শুরু হচ্ছে। আমি আপনাদেরকে আশ্বস্ত করছি, আল্লাহ্‌তা'লার সাহায্যের এমন এমন ধরনের দরজা উন্মোচিত হয়েছে আর হচ্ছে যে আগত প্রতিটি দিন আহমদীয়া জামাতের বিজয়ের দিনকে সন্নিকটে নিয়ে আসছে। আমি যখন নিজের আত্ম সমালোচনা করি তখন নিজেই লজ্জা বোধ করি। আমি তো একজন দুর্বল, অসহায়, অক্ষম ও অসম্পূর্ণ একজন মানুষ। আমি জানি না, আমার এই মর্যাদা প্রদানের পিছনে ঐশী অভিপ্রায় কি? কিন্তু আমি উচ্চ অন্তর্দৃষ্টি সহকারে বলছি, খোদাতা'লা এই যুগকে তাঁর সাহায্য ও সহযোগিতা দ্বারা উন্নতির চরম

পর্যায়ে নিয়ে যাবেন ইনশা'ল্লাহ্। আর এমন কেউ নেই যে আহমদীয়াতের এই উন্নতিকে রূদ্ধ করতে পারে। আর পরবর্তী যুগেও এই উন্নতি রূদ্ধ হবে না। খিলাফতের ব্যবস্থাপনা চলতে থাকবে আর আহমদীয়ার উন্নতি ক্রমান্বয়ে বর্ধিত হতে থাকবে ইনশা'ল্লাহ্। (আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, খিলাফতে আহমদীয়া সদ্ সালা জুবলী নম্বর- ২৫'শে জুলাই থেকে ৭'ই আগষ্ট ২০০৮ খ্রিঃ, পৃ. ১২) (তাসিরাতে খিলাফতে আহমদীয়া সদ্ সালা জুবলী ২০০৮ খ্রিঃ, পৃ.১১২-১১৩)

হুযুর (আই.) বলেন, "জামাতের সদস্যগণ খলিফার সঙ্গে গভীর ভালবাসার সম্পর্ক রাখেন। আর খলিফাও তাঁদেরকে ভালবাসে। আর সকলেই খোদার প্রেমিক। পরবর্তীতেও ভালবাসার এই বন্ধন চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে ইনশা'ল্লাহ্। (আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, খিলাফতে আহমদীয়া সদ্ সালা জুবলী নম্বর- ২৫'শে জুলাই থেকে ৭'ই আগষ্ট ২০০৮ খ্রিঃ, পৃ. ১০) (তাসিরাতে খিলাফতে আহমদীয়া সদ্ সালা জুবলী ২০০৮ খ্রিঃ, পৃ. ১২৭)

খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ সম্পর্কে আমাদের প্রিয় ইমাম (আই.) বলেন,

"আল্লাহতা'লা স্বীয় অনুগ্রহে ১৪০০ বছর পরে আবারও একবার স্বর্গীয় আর্শিবাদ প্রদান করেছেন। এই স্বর্গীয় আর্শিবাদ নবীনকে প্রাচীনের সঙ্গে মিলন ঘটিয়েছে। সুতরাং এই স্বর্গীয় আর্শিবাদের সম্মান করা, সর্বদা স্মরণে রাখা, তার থেকে উপকৃত হওয়া প্রত্যেক আহমদীর অনিবার্য কর্তব্য। এই স্বর্গীয় আর্শিবাদের পরেই খিলাফতের আর্শিবাদ জারি হয়েছে। এই আর্শিবাদের সঙ্গেও আন্তরিকতা এবং ভালবাসার সম্পর্ক অত্যন্ত জরুরী। আমরা যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর উপর ঈমান আনার দাবীদারক, আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হল, খোদাভীরুতার সাথে বয়া'তের শর্তাবলীর উপর আমলকারী হওয়া। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছিলেন, তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাটাও অত্যন্ত জরুরী। যারা মনে করেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কে মান্য করাটাই যথেষ্ট, খিলাফতের বয়া'ত করার কোন প্রয়োজন নেই। তারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গকারীতে পরিণত হয় .....আপনারা সৌভাগ্যবান যারা খিলাফতের বয়া'ত করার সুযোগ লাভ করেছেন। কিন্তু এর জন্য খোদাভীরুতারও প্রয়োজন রয়েছে। আজকে আমরা শুধু খিলাফতে আহমদীয়ার শতবার্ষিকী উদযাপন হতে দেখছি তা নয় বরং আল্লাহ্তা'লার অনুগ্রহ, উন্নতি ও বিজয়ের প্রবাহকে

অগ্রগতির পথে এগিয়ে যেতে দেখছি।" (আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল ২২-২৫'শে আগষ্ট ২০০৮ খ্রি:,পৃ. ২)(তাসিরাতে খিলাফতে আহমদীয়া সদ্ সালা জুবলী ২০০৮ খ্রি:, পৃ. ১৮০-১৮১)

হুযুর আনোওয়ার (আই.) বলেন, "পৃথিবীর যে কোন দেশে বসবাসকারী আহমদী চেহারা যখন প্রত্যক্ষ করি তখন সকলের সঙ্গে যে বিষয়ে সাদৃশ্য অনুভব করি তা হল, খিলাফতে আহমদীয়ার সঙ্গে আন্তরিকতা ও ভালবাসার সুসম্পর্কের সাদৃশ্য। পাকিস্তান, হিন্দুস্তান, ইন্দোনেশিয়া বা কোন দ্বীপ সমূহ, বাংলাদেশ, অষ্ট্রেলিয়া, ইউরোপ অথবা আমেরিকায় বসবাসকারী যে কোন আহমদী হোক অথবা আফ্রিকার কোন দূর প্রান্তে বসবাসকারী আহমদী তাঁরা যখন যুগ খলিফাকে দেখে তখন তাদের চেহারায় এক অসাধারণ খুশির চমক পরিলক্ষিত হয়। এর কারণ হল, সকলেই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সঙ্গে সত্যিকার অর্থে বয়া'ত করেছেন এবং দৃঢ়ভাবে সম্পর্ক বজায় রেখেছেন। শুধুমাত্র হযরত রসূল করীম (সা.)'র সঙ্গে পরিপূর্ণ আনুগত্য, ভালোবাসা ও আন্তরিকতার সম্পর্ক থাকার কারণেই এই সত্য সম্পর্ক। এছাড়াও আরও একটি কারণ হল, তাঁদের পরিপূর্ণ বিশ্বাস হল, হযরত রসূল করীম (সা.) সমগ্র মানবজাতির জন্য পরিত্রাণদাতা হিসাবে প্রেরিত হয়েছিলেন, আর খিলাফতে আহমদীয়া হচ্ছে সেই রসূলের সন্নিকটে পৌঁছে দেওয়ার একটি মাধ্যম। এই ঐক্যবদ্ধতা এক খোদার পদতলে জমা করার একটি প্রচেষ্টা। সুতরাং যাঁরা এই ধরনের চিন্তাধারা নিজের মধ্যে পোষণ করেন, তাদেরকে কী কোন দল বা জাতি পরাজয় করতে পারে? কখনই নয়, কখনই নয়। এখন আহমদীয়া জামাতের উদ্দেশ্য হল, ক্রমান্বয়ে উন্নতির পথ অতিক্রম করা এবং সমগ্র বিশ্বকে হযরত রসূল করীম (সা.) এর পতাকাতলে একত্রিত করা। যুগ ইমামের সঙ্গে খোদাতা'লার এই অঙ্গীকার। খোদাতা'লা স্বীয় অঙ্গীকারে কখনই মিথ্যা প্রমাণিত হন না। (আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল ৩১'শে অক্টোবর থেকে ৭'ই নভেম্বর ২০০৮ খ্রি:, পৃ. ১২) (তাসিরাতে খিলাফতে আহমদীয়া সদ্ সালা জুবলী ২০০৮ খ্রি:, পৃ. ১৯৫)

এটিই ছিল খিলাফতের কল্যাণ সম্পর্কিত একটি সারাংশ। প্রকৃত অর্থে আমাদের জ্ঞানের যে পরিধি তাতে খিলাফতের সমস্ত কল্যাণ গণনায় আমরা অক্ষম। অনুরূপভাবে আমাদের কলম দ্বারা সেই সমস্ত কল্যাণরাজীকে

লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর নয়। কিন্তু এক কথায় যদি বলি তাহলে এইরূপ হবে যে, নবুওতের পরে সমস্ত ধরনের বরকত ও কল্যাণরাজি এই খিলাফতের রজ্জুতে বাঁধা রয়েছে। সকল প্রকার কল্যাণ এই খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত। মোমিন ব্যক্তিরা বার বার সাক্ষ্য প্রদান করেছেন যে খিলাফত দ্বারাই প্রকৃত পূণ্যকর্ম পরিপূর্ণরূপে সম্পাদিত করা সম্ভব। সব সময় স্মরণ রাখতে হবে যে খিলাফত হতে নিজেকে কল্যাণমন্ডিত হওয়ার জন্য সর্বদা খিলাফতের কল্যাণরাজীকে সম্মুখে রেখে চলতে হবে। সুতরাং এ বিষয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন,

"এই নসীহত করতে চাই, আপনারা সর্বদা খিলাফতের বরকত সমূহকে স্মরণ রাখবেন। আর কোন বিষয়বস্তুকে স্মরণ রাখার জন্য বিগত জাতি সমূহের এটা নিয়ম হল, তারা বছরে সেই বিষয়ের উপরে একটি বিশেষ দিন উদ্‌যাপন করেন। যেমন শিয়ারা বছরে একবার তাজিয়াত বের করে। তাদের জাতি যেন হুসেন (রা.) এর শাহাদাতকে স্মরণ রাখতে পারে। এ কারণে আমি খুদ্দামদেরকে বিশেষ করে নসীহত করছি, তারা যেন বছরে একবার খিলাফত দিবস উদযাপন করে। আর সেই দিন খিলাফতের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসাবে খোদাতা'লার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে। নিজেদের বিগত দিনের ইতিহাসকেও স্মরণ করবে। পূর্ব হতেই খোদাতা'লা আমাকে যে সমস্ত রোয়া (দিব্য স্বপ্ন) কুসুফ (দিব্যদর্শনের) প্রত্যক্ষ করিয়েছেন, সেগুলি বর্ণনা করবে। তিনিই প্রমাণ করেছেন যে, তাঁর কল্যাণরাজি খিলাফতের সঙ্গেই সম্পৃক্ত।" (আল ফযল ১'লা মে, ১৯৫৭ খ্রিঃ)

যুগ খলিফার সঙ্গে প্রেম ও আনুগত্য এবং আমাদের দায়িত্বাবলী

খিলাফতের সঙ্গে সংযুক্ত, আনুগত্য ও প্রেম হল, যুগ খলিফার প্রত্যেক নির্দেশাবলী যথাযথ সময়ের মধ্যেই পালন করা ও তাঁর সকল বাক্যকে সমর্থন করা এবং তাঁর পদাঙ্কানুসারে পথ অতিক্রম করা। সুতরাং এই ঐশী নিজামের অস্বীকারকারী, এর থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং খিলাফতের আনুগত্য হতে পৃথক হওয়া ব্যক্তিবর্গদের কুরআন মজীদ "ফাসেক" নামে আখ্যায়িত

করেছে এবং হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন,

যে ব্যক্তি যুগ ইমামের বয়া'ত ছাড়াই মৃত্যুবরণ করবে সে অজ্ঞতার মৃত্যুবরণ করবে। (মুসলিম, কিতাবুল আমারাত)

খলিফার বয়া'ত করার পর একজন বয়া'তকারী যদি খলিফার আদেশ ও নিষেধের বিপরীত কাজ করে তাহলে তার উদাহরণ একজন অ-বয়া'তকারী বা অস্বীকারকারীর ন্যায়। বরং তার থেকেও অনেক গুণে দুর্ভাগ্যবান ও অধিক অপরাধী।

খিলাফত দ্বারাই জামাতের ব্যবস্থাপনা মজবুত হয়েছে। কেননা, নিজামে জামাত খিলাফত দ্বারা নির্মিত একটি set-up যা সমস্ত করণীয় কাজকে সহজ সরলভাবে সম্পাদন করার জন্য নির্মিত হয়েছে। এই নিজামের পরিপূর্ণ আনুগত্য অত্যন্ত জরুরী এবং এই নিজামের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই নিজাম হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার দাবী কেবল খামখেয়ালীপনা মাত্র। এটি আল্লাহ'র নিকট অসন্তোষজনক বরং ফিস্‌ক এর সঙ্গে যোগসূত্র রয়েছে।

আনুগত্যের প্রথম ধাপ হল, প্রথমে মোমিনরা খলিফার আওয়াজকে শ্রবণ করবে যে তিনি কখন কি কথা বলেছেন এবং সর্বদা তাঁর মুখ নিঃসৃত বাণী শ্রবণ করার চেষ্টায় রত থাকবে। কোরআন শরীফে বিশ্বাসীগণের জামাতের গুণাবলী সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে, سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا অর্থাৎ সর্বদা মোমিনরা পূণ্যের কথাকে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে ও তাকে বোঝার চেষ্টা করে এবং তার উপর আমল করে। যে ব্যক্তি শ্রবণই করবে না সে আমল কি করে করবে? হাদিস শরীফে রসূল করীম (সা.) বলেছেন,

أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ

(তিরমিযি কিতাবুল ঈমান, কিতাবুল আখাযা বিস্ সুন্নাতে)

অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে আল্লাহ'র তাক্ওয়া অবলম্বন, শ্রবণ করে আনুগত্য করার ওসীয়্যত করছি। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে তাকওয়ার রাস্তায় চলার দুটি পদ্ধতি, কান খুলে (মনোযোগ সহকারে) হেদায়েতের কথা

শ্রবণ করা ও তার উপরে আমল করা। আরও এক বর্ণনানুযায়ী নবী করীম (সা.) বলেছেন, اِسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا (বুখারী কিতাবুল আহকাম, বাব আস্‌সামউ ওয়া আতায়াতু)

অর্থাৎ শ্রবণ কর আর আনুগত্য কর।

হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, যদিও তোমাদের উপর এমন একজন হাবশী কৃতদাসকে যার মাথা শুষ্ক কিসমিসের চেয়েও ছোট (হাকিম বানিয়ে দেওয়া হয়) তথাপি তার কথা শুন এবং আনুগত্য কর। (সহীহ্ বুখারী কিতাবুল আহকাম, বাব আস্‌সামউ ওয়াত্‌তা'তুল ইমাম মা লাম তাকুনু মা'য়িসাহ্)

হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, আমি আঁ হযরত (সা.) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহতা'লার আনুগত্য হতে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেয়, সেই ব্যক্তি যখন আল্লাহ্‌তা'লার সঙ্গে (কিয়ামতের দিন) মিলিত হবে তখন তার কাছে কোন ধরনের দলিল ও বাহানা থাকবে না। আর যে ব্যক্তি যুগ ইমামের বয়া'ত ছাড়াই মৃত্যুবরণ করবে তার মৃত্যু অজ্ঞতার মৃত্যু হবে।
(সহীহ্ মুসলিম কিতাব বাব ওয়াজুবি মুলাজিমা জামাতুল্ মুসলেমীন)

অন্য একটি হাদিসে হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, দারিদ্রে এবং স্বাচ্ছন্দ্যে, আনন্দে ও দুঃখে, নিজ প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত অবস্থায় এবং অগ্রাধিকার সুলভ ব্যবহারে, এক কথায় বলতে গেলে, সর্বদা যুগের বিচারকের সমস্ত কথা শোনা এবং আনুগত্য করা আবশ্যক। (সহীহ্ মুসলিম কিতাবুল আম্‌মারাহ্)

আরও এক জায়গায় উবাদা বিন ওয়ালিদ নিজ দাদার বর্ণিত কথা নিজ পিতার মুখে শুনে বলেন, আমরা তো শুধুমাত্র রসূল করীম (সা.) হতে আদেশ শ্রবণ করে আনুগত্য করার শর্তের ভিত্তিতেই বয়া'ত করেছিলাম। পরিস্থিতি কঠিন হোক বা সহজ, আনন্দের হোক বা কষ্টের অথবা যদি আমাদের নিজের প্রাপ্যও না দেওয়া হয়, তথাপি আমরা বিবাদে লিপ্ত হব না। যেখানেই থাকি না কেন আমরা আমাদের সর্দারের নেতৃত্বে সর্বদা সত্য কথাই বলব। আর আল্লাহ'র রাস্তায় কোন তাচ্ছিল্যকারীর তাচ্ছিল্য দেখে ভীত হব না।

(সহীহ্ মুসলিম কিতাবুল আম্মারাহ্, বাব ওয়াজুবু তায়াতুল উমরা ফি গায়রে মা'সিয়াতু ওয়া তাহ্রিমুহা ফিল্ মাসিয়াহ্)

হযরত আবদুল্লাহ্ বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, শ্রবণ করা আর আনুগত্য করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ। যদিও সেই আদেশ তার পছন্দনীয় হয় অথবা অপছন্দনীয়, যতক্ষণ না তাকে পাপাচারের আদেশ দেওয়া হয়। তাকে যদি পাপাচারের আদেশ দেওয়া হয় তাহলে আনুগত্য করা বাধ্যতামূলক নয়। (সহীহ্ বুখারী কিতাবুল আহকাম বাব আস্সামউ ওয়া তায়াতুল ইমাম)

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করে সে আল্লাহ'র আনুগত্য করল। যে ব্যক্তি আমাকে অস্বীকার করে সে আল্লাহ'র অস্বীকার করল। যে ব্যক্তি আমার আমীরের আনুগত্য করে সে আমাকে আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমার আমীরের অস্বীকার করে সে আমাকে অস্বীকার করল। (সহীহ্ মুসলিম কিতাবুল আম্মারাহ্ বাব ওয়াজুবু তায়াতুল উমরা ফি গায়রে মা'সিয়াতু ওয়া তাহ্রিমুহা ফিল্ মাসিয়াহ্)

একজন মোমিনের বিশেষ পরিচয় হল, তিনি আল্লাহ'র প্রেরিত পুরুষ ও তাঁর খলিফাগণের হেদায়েতগুলিকে শুনবে ও আনুগত্য করবে এবং যথার্থ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কোমর বেঁধে কাজে লেগে যাবে।

খিলাফত এবং নিজামে জামাতের আনুগত্য ও আমাদের দায়িত্বাবলীর বিষয়ে নিম্নে কয়েকটি অনুচ্ছেদে, খলিফাগণের আদেশাবলী পাঠকগণের উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হচ্ছে, যদ্বারা এই বিষয়ে বহু তত্ত্ব ও তথ্য জানা যাবে। আল্লাহ্তা'লা আমাকে ক্ষমতা দান করুন।

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন,

"এখন যেহেতু খোদাতা'লা নিজ অনুগ্রহে মুসলমানদেরকে পুনরুজ্জীবিতের উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)'র মাধ্যমে জামাত আহমদীয়াতে খিলাফত ব্যবস্থাপনার প্রতিষ্ঠা করেছেন, এই জন্য আমি আমার জামাতকে বলতে চাই, তোমরা সর্বদা নিজেদেরকে খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখবে, আর খিলাফতকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য কুরবানী করতে থাকবে।

যদি তোমরা এইরূপ করতে থাক তাহলে তোমাদের মধ্যে খিলাফত চিরস্থায়ী হবে। খোদাতা'লা তোমাদের হাতে খিলাফত এই কারণে দান করেছেন, তিনি যেন বলতে পারেন যে আমি তোমাদের হাতে খিলাফত দিয়েছিলাম। তোমরা যদি চাইতে তাহলে তোমাদের মধ্যে বিরাজমান থাকত। আল্লাহ্‌তা'লা যদি চাইতেন তো ইলহাম দ্বারাও প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন। কিন্তু তিনি এটা করেন নি। বরং তিনি বলেছেন, যদি তোমরা খিলাফতকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে চাও, তাহলে আমিও এর সুব্যবস্থা করব। সুতরাং খোদাতা'লা তোমাদের মুখ থেকে যে বাক্যটি উচ্চারন করাতে চান তা হল, তোমরা খিলাফত চাও নাকি চাও না? এখন যদি তোমরা নিজেদের মুখ বন্ধ করে নাও, বা খলিফা নির্বাচনের সময় উপযুক্ত ব্যক্তিকে উপেক্ষা কর, তাহলে তোমরা খোদার এই আর্শিবাদকে হারিয়ে ফেলবে। তোমরা মুসলমানদের অধঃপতনের কারণ বিশ্লেষণ কর। নিজেকে মৃত্যুর শিকার হওয়া থেকে রক্ষা করার চেষ্টা কর। তোমাদের বুদ্ধিমত্তা প্রখর হওয়া দরকার ও তোমাদের আশা আকাঙ্খা অনেক উঁচু মাপের হওয়া প্রয়োজন। তোমরা এমন প্রস্তর খণ্ড হয়ো না যে প্রস্তর খণ্ড নদীর গতিপথকে পরিবর্তিত করে দেয়। বরং তোমাদের কাজ ঐ মাধ্যমে পরিণত হওয়া যার মাধ্যমে জল সহজেই প্রবাহিত হতে পারে। তোমরা একটি মাধ্যম, আর এই মাধ্যমের কাজ হল, রসূল করীম (সা.) এর দ্বারা প্রাপ্ত আল্লাহ'র কল্যাণাবলিকে অগ্রে প্রেরণ করা। এরূপ কর্ম পন্থা অবলম্বনে তোমরা যদি সফলতা অর্জন কর তাহলে তোমরা অমর জাতিতে পরিণত হবে। আর তোমরা যদি এই ঐশী কল্যাণাবলীর পথের কাঁটাতে পরিণত হও এবং তাঁর রাস্তায় পাথর হয়ে দাড়িয়ে যাও, তখন সেই সময়টা হবে তোমাদের জাতির ধ্বংসের সময়। তোমরা দীর্ঘায়ুর অধিকারী হবে না। তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির ন্যায় তোমরাও ধ্বংস হয়ে যাবে ।"

(তফসীর সূরা নমল, তফসীর কবীর, ৭'ম খন্ড, পৃ. ৪২৯-৪৩০)

"তোমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হল, যখনই তোমাদের কানের মধ্যে খোদার রসূলের আওয়াজ আসবে, তখন তোমরা অতি সত্ত্বর সেই আহ্বানে সাড়া দেবে এবং সেই কর্ম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে দ্রুতগতিতে ধাবিত হবে। কেননা, এরই মধ্যে তোমাদের উন্নতি নিহিত রয়েছে। এমতাবস্থায় যদি কোন ব্যক্তি নামাজও পড়ে তথাপি তার জন্য আবশ্যক সে যেন নামাজ ছেড়ে

রসূলের আহ্বানে সাড়া দেয়। একই হুকুম নবীগণের খলিফাদের জন্যও প্রযোজ্য। তাঁদের আহ্বানে একত্রিত হওয়াও একান্ত কাম্য।" (বক্তব্য, মনসাবে খিলাফত, নিজামে খিলাফত কি বরকত আওর হামারী জিম্মেদারিয়াঁ পৃ. ৪২)

"সুশৃঙ্খলবদ্ধ জামাতের উপর কিছু দায়িত্বাবলীও অর্পিত হয়। এই দায়দায়িত্বভার বহন ছাড়া কাজ-কর্ম সঠিকভাবে পরিচালিত হতে পারে না....। এই সমস্ত শর্ত ও দায়িত্বাবলীর মধ্যে একটি বিশেষ শর্ত ও দায়িত্ব হল, যখন কোন ব্যক্তি একজন ইমামের হাতে বয়া'ত করে তখন তার কর্তব্য সে যেন সর্বদা ইমামের মুখপানে চেয়ে থাকে যে তিনি কি বলবেন। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণে নিজেকে চালনা করতে হবে....। কারণ ইমামের মর্যাদা হল, তিনি আদেশ প্রদান করবেন আর তাঁর মান্যকারীর দায়িত্ব সেই আদেশের পালনকারী হওয়া।" (আল্ ফযল ৫'ই জুন ১৯৩৭ খ্রিঃ, নিজামে খিলাফত কি বরকত আওর হামারী জিম্মেদারিয়াঁ পৃ. ৪২-৪৩)

"এই কথা মনে রাখবে, খিলাফতই আল্লাহ'র রজ্জু। এটি এমন এক রজ্জু, যাকে ধারণ করলে তোমরা উন্নতি করতে পারবে। এই রজ্জুকে পরিত্যাগকারীগণ ধ্বংস হয়ে যাবে।" (দরসুল কুরআন বয়ানকৃত ১'লা মার্চ ১৯১২ খ্রিঃ, দরসুল কুরআন পৃ. নম্বর ৬৭-৮৪, প্রকাশনায় কাদিয়ান, নভেম্বর ১৯১২ খ্রিঃ)

"আমাদের বিশ্বাস হল, খিলাফত ইসলামের একটি বিশেষ অঙ্গ। তাই যে/যারা খিলাফতের সঙ্গে প্রতারনা করে এক কথায় সে/তারা ইসলামের সঙ্গে ধোকাবাজী করে। আমার এই চিন্তাধারা সঠিক হলে যারা এই বিশ্বাসের সাথে সহমত পোষণ করেন তাদের জন্য اَلْاِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَّرَائِهٖ এই আদেশটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, খিলাফতের উদ্দেশ্য হল, মুসলমানদের মধ্যে কাজ-কর্ম ও চিন্তাধারায় ঐক্যবদ্ধ সৃষ্টি করা। এই কাজ খিলাফত দ্বারাই সম্ভব। যদি আমরা খলিফার সমস্ত আদেশাবলীর উপরে পরিপূর্ণরূপে আমল করি, যেমন নামাজের মধ্যে ইমামের রুকুর সাথে রুকু/কেয়ামের সঙ্গে কেয়াম এবং সিজদার সাথে সিজদা করা হয়। অনুরূপভাবে জামাতের সমস্ত ব্যক্তিবর্গ যেন যুগ খলিফার আদেশকে অনুসরণ করেন এবং তাঁর আদেশকে উলঙ্ঘন করার চেষ্টা না করেন। নামাজের ইমাম মুষ্টিমেয় নামাজীগণের ইমাম হয়ে থাকেন। তার সম্পর্কে রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইমামের রুকু এবং

সিজদার পূর্বে রুকুও সিজদাতে চলে যায়, অথবা ইমামের মাথা ওঠানোর পূর্বে নিজেই মাথা উঠিয়ে নেয়, সেই ব্যক্তি গুনাহগার। তাহলে যে ব্যক্তি সমগ্র জাতির ইমাম এবং তাঁর হাতে সকলে বয়া'ত করেছে, তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন কতই না বড় প্রয়োজনীয় বিষয়.....! অতএব তোমরা সকলে ইমামের ইশারার অনুসরণ করতে থাকো, তাঁর আদেশাবলীকে উপেক্ষা করো না। যখন তিনি চলতে বলবেন তখন চলবে আর যখন দাঁড়াতে বলবেন তখন সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে যাবে। তিনি যেদিকে যেতে আদেশ দেবেন সেদিকে যাবে এবং যে দিকে যেতে নিষেধ করবেন সেদিকে যাবে না।

(আনওয়ারুল উলুম ১৪ তম খন্ড পৃ. ৫১৫-১৬, কিয়ামে আমান আওর কানুন কি পাবন্দী কে মুতাল্লিক জামাতে আহমদীয়া কা ফরয)

তিনি আরও বলেন,

"যেমন বৃক্ষের সঙ্গে সম্পৃক্ত শাখাতেই ফল ধরে। কিন্তু বৃক্ষ হতে কর্তিত শাখাতে ফল কখনই হয় না। অনুরূপভাবে ইমামের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিই সিলসিলার উন্নতিকল্পে কাজ করতে সক্ষম। ইমাম হতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখা ব্যক্তি বাহ্যিক জগতের প্রভূত জ্ঞান রাখা সত্ত্বেও একটি ছোট্ট ছাগল ছানার সমতুল্য কাজ করতে সক্ষম হবে না। সুতরাং তোমরা যদি উন্নতি করতে চাও, পৃথিবীতে বিজয়লাভ করতে চাও তাহলে তোমাদেরকে আমার একটাই উপদেশবাণী হল, তোমরা নিজেকে খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে নাও। আল্লাহ'র এই রজ্জুকে শক্ত করে আঁকড়ে ধর। কারণ আমাদের সমস্ত ধরনের উন্নতির চাবিকাঠি এই খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার মধ্যেই লুক্কায়িত রয়েছে।" **(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৩ - ৩০'শে মে ২০০৩ খ্রিঃ, পৃ. ১)**

"সুশৃঙ্খলবদ্ধ জামাতের উপর কিছু দায়িত্বাবলীও অর্পিত হয়। কতিপয় শর্তাবলী তাদেরকে মেনে চলতে হয়। অন্যথায় সঠিক কার্যাবলী সমাধা হবে না। এই সমস্ত শর্ত ও দায়িত্বাবলীর মধ্যে একটি বিশেষ শর্ত ও দায়িত্ব হল, যখন কোন ব্যক্তি একজন ইমামের হাতে বয়া'ত করে তখন তার কর্তব্য সে যেন সর্বদা ইমামের মুখপানে চেয়ে থাকে যে তিনি কি বলবেন। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণে নিজেকে চালনা করতে হবে। জামাতীয় ব্যক্তিবর্গদের এমন কোন কাজে অংশ গ্রহণ করা অনুচিত যার ফল সমস্ত জামাতকে প্রভাবিত করবে।

তাহলে ইমামের কোন প্রয়োজন ও গুরুত্বই থাকে না। কারণ ইমামের মর্যাদা হল, তিনি আদেশ প্রদান করবেন আর তাঁর মান্যকারীর দায়িত্ব সেই আদেশের পালনকারী হওয়া।।" (আল্ ফযল ৫'ই জুন ১৯৩৭ খ্রিঃ, পৃ. ১-২)

"খলিফা একজন শিক্ষক, আর জামাতের প্রত্যেকটি সদস্য তাঁর ছাত্র। যে শব্দই খলিফার মুখ থেকে বের হোক না কেনো তা বাস্তবায়ন ছাড়া পরিত্যাগ করো না।" (আল্ ফযল ২'রা মার্চ ১৯৪৬ খ্রিঃ)

"বন্ধুগণ! তোমরা জাগ্রত হয়ে নিজের অবস্থানকে বোঝার চেষ্টা কর, আর আনুগত্যের এমন পরিচয় দাও যা পৃথিবীর আর কোথাও পরিলক্ষিত হয় নি। কমপক্ষে আগামী সময়ের জন্য প্রচেষ্টায় রত থাক একশত ভাগ আহমদী যেন পূর্ণ আনুগত্যকারীতে পরিণত হয়। এর বাইরে যেন কেউ বাকি থেকে না যায়। কেননা, তোমাদের হিফাযতের জন্য খোদাতা'লা এই ঢাল তৈরী করেছেন- اَلْاِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَّرَائِهٖ আর এই বাক্যের উপর এমনভাবে আমল কর মহম্মদ মুস্তফা (সা.) এর আত্মাও যেন তোমাদের অবস্থান দেখে আনন্দিত হন।" (আনওয়ারুল উলুম, ১৪তম খন্ড পৃ. ৫২৫)

"খিলাফতের অর্থই হল, খলিফার মুখ হতে কোন শব্দ বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সকল স্কিম, সকল পরামর্শ ও সকল পরিকল্পনাকে দূরে সরিয়ে রেখে যুগ খলিফার মুখনিঃসৃত স্কিম, পরামর্শ ও পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার মধ্যেই সকল প্রকার কল্যাণ নিহিত। যতক্ষণ পর্যন্ত জামাতের মধ্যে এই চেতনার সৃষ্টি না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত ধরনের খোতবা অনর্থক, সমস্ত স্কিম অসম্পূর্ণ, সমস্ত পরিকল্পনা অসফল।" (খোতবা জুমা ২৪'শে জানুয়ারী ১৯৩৬ খ্রিঃ, আল্ ফযল ৩১'শে জানুয়ারী ১৯৩৬ খ্রিঃ, পৃ. ৯)

"ইমাম ও খলিফার প্রয়োজনিয়তা হল, ইমামের ইচ্ছা ও আশা আকাঙ্খা অনুযায়ী মোমিনরা ইমামের অনুসরণে স্বীয় পদক্ষেপ ফেলে। স্বীয় অভিপ্রায়কে খলিফার অভিপ্রায়ের সামনে বিসর্জন দেয়। নিজেদের ইচ্ছা ও আকাঙ্খাকে খলিফার ইচ্ছা ও আকাঙ্খার সঙ্গে একাত্ম করে নেয়। নিজেদের চাহিদা ও বিষয় বস্তুকে খলিফার চাহিদা ও বিষয় বস্তুর নিকট আত্ম সমর্পণ করে দেয়। মোমিনরা এই স্থানে উপনীত হলেই তাদের জন্য বিজয় এবং

উন্নতি অবশ্যই নির্ধারিত।" (আল্ ফযল ৪'ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৩৭ খ্রী: নিজামে খিলাফত কি বরকত আওর হামারী জিম্মেদারিয়াঁ পৃ. ৪৪-৪৫)

"মনে রেখো...খোদাতা'লা প্রেরিত প্রতিনিধির মুখনিঃসৃত বাণীর উপর পূর্ণ অনুসরণ ও আনুগত্যের নামই হল ঈমান।" (আল্ ফযল ১৫'ই ডিসেম্বর ১৯৯৪ খ্রি:,নিজামে খিলাফত কি বরকত আওর হামারী জিম্মেদারিয়াঁ পৃ. ৪৫)

"হাজার বার যদি কেউ বলে যে, আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)এর উপর ঈমান এনেছি, হাজার বার যদি কেউ বলে, আমি আহমদীয়াতের উপরে বিশ্বাস রাখি, যতক্ষণ পর্যন্ত সে বর্তমান যুগে ইসলামকে পুনঃজীবিতকারী ব্যক্তির হাতে বয়া'ত করে না ততক্ষণ তার সকল দাবী খোদার নিকট অর্থহীন। যতক্ষণ পর্যন্ত জামাতের প্রত্যেক সদস্যবৃন্দ উন্মাদের ন্যায় তাঁর অনুসরণ না করবে, যতক্ষণ পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে খলিফার জন্য উৎসর্গ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন প্রকার পুণ্যবান ব্যক্তি হওয়ার অধিকারী সে হতে পারবে না।" (আল্ ফযল ১৫'ই নভেম্বর ১৯৪৬ খ্রি:)

"যদিও আমি নবী নই। কিন্তু আমি নবীর স্থানে স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কারণে যে ব্যক্তি আমার আনুগত্যের বাইরে চলে যায় সে নবীর আনুগত্যের বাইরেও চলে যায়। আমার আনুগত্য করাতেই নবীর আনুগত্য করা নিহিত রয়েছে।" (আল্ ফযল ৪'ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৩৭ খ্রি:)

"খলিফা যে কথার আদেশ দেন সেই আদেশের অমান্যকারী খোদাতা'লা ও তাঁর রসূলের অমান্যকারীর সমতূল্য অপরাধী হয়ে থাকে। যদিও শরীয়ত এই অপরাধের শাস্তি নির্ধারণ করেনি, কিন্তু মোমিনদের কাছে এই অমান্য করাটাই এক ধরনের বড় শাস্তি। "আমি খলিফার আদেশকে অমান্য করেছি" মনের মধ্যে এই অনুভূতি জাগ্রত হওয়াটাই এক প্রকার শাস্তি। এটাই তো প্রকৃত শাস্তি, অন্যান্য শাস্তি তো সংশোধনের জন্য প্রদান করা হয়ে থাকে, নচেৎ আল্লাহ্ নির্মিত সিলসিলা ও খলিফার অস্বীকার করাটাই তো হল সব থেকে বড় শাস্তি। আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের বৈরাগ্যভাজনই তো হল সব থেকে বড় শাস্তি। দোযখের সাজার অর্থই হল, আল্লাহর বৈরাগ্যভাজন। যদিও আমীরের অবাধ্যতার জন্য শাস্তি নির্দিষ্ট করা হয়নি

তথাপি এগুলি নিয়মও বটে। (রিপোর্ট মজলিসে মোশাওয়ারাত, ১৯৪২ খ্রিঃ, পৃ. ২৫) (খিলাফত আলা মিনহাজে নবুওত ৩'য় খন্ড পৃ. ৫৫৮)

"মুসলমানদেরকে পুনরুজ্জীবিত করার নিমিত্তে দয়াপরবশতঃ খোদাতা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর মাধ্যমে আহমদীয়া জামাতের মধ্যে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সেকারণে আমি আমার জামাতের মানুষদেরকে বলতে চাই, তোমাদের কর্তব্য হল, সর্বদা তোমরা নিজেদেরকে খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখবে। খিলাফত প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য ত্যাগ করতে হবে। যদি তোমরা এমনটা করতে থাকো তাহলে তোমাদের মধ্যে খিলাফত চিরস্থায়ী হবে।" (তফসীরে কবীর ৭'ম খন্ড, পৃ. ৪৩০) (খিলাফত আলা মিনহাজে নবুওত ৩'য় খন্ড, পৃ. ৪৭৮)

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) বলেন,

"খোদাতা'লাই খলিফা নির্বাচিত করেন এবং তিনিই ভয়ের পরিস্থিতিকে দূরীভূত করে দেন। যে ব্যক্তি অন্যের ইচ্ছানুযায়ী সব সময় ভৃত্যের ন্যায় কাজ করে তার আবার কিসের ভয়? এখানে অধিপতি হওয়ার বিষয় কোথা থেকে এসে গেল? বরং খলিফাদের জন্য এটা বিশেষ ভাবে প্রয়োজনীয়। খোদাতা'লা তাঁদেরকে নির্বাচিত করেন ও তাঁদের ভয় ভীতিকে শান্তিতে পরিবর্তন করে দেন এবং তাঁরা খোদারই ইবাদত করেন আর অন্য কাউকে শরীক করেন না। আরও বলেন, একজন মানুষও যদি কোন এক নবীকে মান্য না করে তথাপি সেই নবীর নবুওতে কোন আঁচ আসবে না। তিনি নবীই থাকবেন, অনুরূপ অবস্থা খলিফারও। তাঁকেও যদি সমস্ত লোকজন পরিত্যাগ করে তথাপিও তিনি খলিফাই থাকবেন। কারণ যে আদেশ কায়ার জন্য আদতে সেই আদেশ ছায়ার জন্যও বটে। খুব স্মরণে রেখো, যে ব্যক্তি শুধুমাত্র রাষ্ট্র ক্ষমতা অধিকারের জন্য খলিফা হয়ে থাকেন সেই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী। খোদার পক্ষ থেকে যিনি মানুষের সংশোধনের জন্য কাজ করেন তিনিই খোদার প্রিয়ভাজন। যদিও সমগ্র বিশ্ব তাঁর শত্রুতে পারণিত হয়ে যায়।" (মনসাবে খিলাফত, আনওয়ারুল উলুম ২'য় খন্ড, পৃ. ৫৩, ৫৪) (খোতবাতে মাসরূর ২'য় খন্ড, পৃ. ২০১-২০২, প্রকাশনায় কাদিয়ান, ২০০৫ খ্রিঃ)

".....আল্লাহ্তা'লার এই মহান পুরস্কারের সম্মান করা আপনাদের

দায়িত্ব; আর এজন্য খোদার কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করাও দরকার। যুগ খলিফা এবং নিজামে জামাতের সঙ্গে ভালবাসা ও আনুগত্যের এক অটুট বন্ধন তৈরী করুন। এটিই হবে আপনার বিশেষ পরিচয়। আল্লাহ্‌তা'লা করুন পবিত্রতা, খোদাভীরুতা, আন্তরিকতা এবং আনুগত্যের একটি বড় উদাহরণ আপনাদের মধ্যে যেন তৈরী হয়ে যায়.....। আমি আপনাদেরকে আশ্বাস দিচ্ছি, যদি আপনারা তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন, আপনারা যদি খলিফার সঙ্গে প্রেম প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেন এবং নিজামে জামাত ও খিলাফতে আহমদীয়ার আনুগত্য ও সম্মান আপনাদের মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তাহলে আপনারা আল্লাহ্‌তা'লার এই চিরস্থায়ী পুরস্কারের সর্বদা অধিকারী হয়ে থাকবেন। আল্লাহ্‌তা'লা কুরআন করীমের মধ্যে নিজ মোমিন বান্দাদের সঙ্গে এই অঙ্গিকার করেছেন। এর কল্যাণে আপনাদের ইহকাল ও পরকাল দুটোই মঙ্গলময় হবে। আপনাদের মনের মধ্যে শান্তিও বিরাজমান থাকবে। এছাড়াও এর কল্যাণে আপনাদের ভয়ের পরিস্থিতিকে সর্বদা শান্তিময় পরিস্থিতিতে পরিবর্তিত করে দেবেন। কিন্তু শর্ত হল এজন্য ইবাদত ও পুণ্য কর্ম করতে হবে। তাই এই বিষয়গুলির উপর নজর রেখে যুগ খলিফার আওয়াজে লাব্বায়েক বলার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকলে সফলতা আপনাদের পদ চুম্বন করবে। ফলতঃ ইহকাল ও পরকালে সফলতা অর্জন করতে পারবেন ইনশা'ল্লাহ্‌। আল্লাহ্‌তা'লা আপনাদেরকে আমার এই নসিহতগুলির উপর আমল করার তৌফিক দান করুন এবং আপনাদেরকে প্রকৃতপক্ষে এই পবিত্র ভূমিতে বসবাস করার দায়িত্ব ও কর্তব্য পরিপূর্ণ করার তৌফিক দিন (আমীন)" **(রিসালা আনসারুল্লাহ্‌ কাদিয়ান) (খিলাফতে আহমদীয়া সদ সালা জুবলী নম্বর ২০০৮ খ্রিঃ,** পৃ. ২৯)

"স্মরণ রাখবেন....খোদাতা'লার জন্যই খিলাফতের সঙ্গে ভালোবাসার গভীর সম্পর্ক স্থাপনের দাবি যদি আপনারা করে থাকেন, তাহলে নিজামে খিলাফতেরই অংশ হিসাবে নিজামে জামাতের পরিপূর্ণরূপে আনুগত্য করতে হবে।" **(আল্‌ ফযল ইন্টারন্যাশনাল ১৫'ই জুলাই ২০০৫ খ্রিঃ)**

"আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য তখনই হবে যখন নিজামে জামাত ও পদাধিকারগণের আনুগত্য, তাদের নির্দেশাবলী ও ফয়সালাকে

মান্য করা হবে। যদি তাদের ফয়সালা ভুল হয় তবে আল্লাহ্‌তা'লা আপনাদের ধৈর্য ধারণ করার ক্ষমতা দেবেন। কেননা, আপনারা বিচার দিবসের উপর বিশ্বাস রাখেন। সেই জন্যে আল্লাহ'র উপরে উক্ত বিষয়কে ছেড়ে দিন। জেদের বশবর্তী হয়ে নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা আপনাদের উচিৎ নয়। বরং আপনাদের কাজ হল শুধুমাত্র আনুগত্য করা, আনুগত্য করা এবং আনুগত্য করা।" **(খোতবাতে মাসরূর ১'ম খন্ড, পৃ. ২৫৮-২৬৬)**

"বর্তমানে আঁ হযরত (সা.) এর সত্যিকারের ভৃত্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)'র আনুগত্য এবং তাঁর খলিফাগণের আনুগত্যের মাধ্যমেই আল্লাহ'র অনুকম্পাকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করা সম্ভব। এছাড়া দ্বিতীয় কোন রাস্তা নেই। আল্লাহ্‌তা'লা সমস্ত আহমদীদেরকে এই কথা বোঝার শক্তি ও সামর্থ্য প্রদান করুন.....এই আন্তরিকতা, আনুগত্য এবং বিশ্বাসের সম্পর্ককে বৃদ্ধি করতে থাকুন, তাহলে আমরা দ্রুতগতিতে পৃথিবীর বুকে হযরত রসূল করীম (সা.)'র পতাকা উত্তোলন করে ইসলামী রাজত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব।" **(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল ১২-১৮'ই জুন ২০১৫ খ্রিঃ, পৃ. ১০)**

"নিজেকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সঙ্গে সংযুক্ত করে খিলাফতের পরিপূর্ণ আনুগত্য করার সব থেকে বড়ো প্রয়োজন রয়েছে। এ কারণেই জামাত শক্তিশালী হবে এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হবে। এভাবে জামাতের মধ্যে খিলাফতের সনাক্তকরণ এবং তার সঠিক শিক্ষা ও জ্ঞান সৃষ্টি হওয়া দরকার যেন খলিফার প্রতিটি মীমাংসাকে সানন্দে সহকারে গ্রহণ করে নেওয়া হয়। কোন রকম সংকোচ যেন মনের মধ্যে সৃষ্টি না হয়। কোন কথা শোনার পরে যেন সংকোচ বোধ সৃষ্টি না হয়। যে কোন পরিস্থিতিতে যুগ খলিফার আনুগত্য করা এবং নিজামে জামাতের কথা মেনে চলার একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এই বিষয়টি প্রত্যেক আহমদীর নিকট স্পষ্ট হওয়া দরকার।" **(খোতবা জুমা, ৩১'শে জানুয়ারী ২০১৪ খ্রিঃ) (আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল ১২-১৮'ই জুন ২০১৫ খ্রিঃ, পৃ. ১০)**

"জামাতের প্রত্যেক সদস্যের জন্য অত্যন্ত জরুরী হল, তাঁরা যেন সকলেই পরিপূর্ণরূপে আনুগত্য করেন। যখন প্রত্যেক সদস্য পরিপূর্ণরূপে আনুগত্য করবে তখন ইনশা'ল্লাহ্ আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকেই আমাদের

পদক্ষেপ হবে।" (খোতবা জুমা, ৬'ই জুন ২০১৪ খ্রিঃ)(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল ১২-১৮'ই জুন ২০১৫ খ্রিঃ পৃ. ১১)

"প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ আনুগত্যের মানদন্ডকে পরিমাপ করার জন্য দেখা উচিৎ যে মনের ভিতরে জ্যোতির উদয় হচ্ছে কিনা? আনুগত্যের ফলে আত্মা প্রশান্তিময় ও জ্যোর্তিময় হচ্ছে কি? আমরা যদি প্রত্যেকে এই মাপদন্ডে নিজেদের আনুগত্যের পরিমানকে মাপতে পারি তাহলে নিজেরাই অনুধাবন করতে পারব যে, নিজের আনুগত্যের মান কতটা উন্নত। কতটা আল্লাহ'র আনুগত্য করছে বা কতটা রসূলে করীম (সা.) এর আনুগত্য করছে বা কত আনুগত্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত খিলাফতের সঙ্গে করছে। আল্লাহ্ এবং রসূলে খোদা (সা.) এর আনুগত্য করার পরও যদি মনের মধ্যে জ্যোতির উদয় না হয় তাহলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, এমন ঈমানের কোন দাম নেই। সরকারের আনুগত্য করার ফলে শান্তি ও শৃঙ্খলা তো বজায় থাকবে কিন্তু আধ্যাত্মিক শান্তি ও তৃপ্তি আধ্যাত্মিক নিজামের আনুগত্যের ফলেই সম্ভবপর।" (খোতবা জুমা, ৫'ই ডিসেম্বর ২০১৪ খ্রীঃ)(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল ১২-১৮'ই জুন ২০১৫ খ্রিঃ, পৃ. ১১)

"..... আমীর, সদরসাহেব, এবং জামাতী পদাধিকারী ও অঙ্গ সংগঠনগুলির পদাধিকারীগণ স্মরণ রাখবেন, আপনারা যুগ খলিফার দ্বারা পরিচালিত নিজামের একটি অংশ আর সেই কারণেই আপনারা যুগ খলিফার প্রতিনিধিও বটে। সুতরাং আপনাদের চিন্তাধারা ও কাজ কর্ম সম্পাদন করার পদ্ধতিও ঐ রূপ হওয়া দরকার যেরূপ যুগ খলিফা চান। শুধুমাত্র কেন্দ্র হতে প্রেরিত হেদায়াত সমূহের উপরে আমল করার প্রয়োজন। যদি এইরূপ না করেন তাহলে ন্যায়তঃ আপনি আপনার দায়িত্ব পরিপূর্ণরূপে পালন করছেন না।" (খোতবাতে মাসরূর দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৯৫১)

হুযুর আনোওয়ার (আই.) মজলিসে শুরার প্রতিনিধিগণ এবং অন্যান্য সেবায় নিয়োজিত কর্মকর্তাগণকে খলিফার আনুগত্যের প্রতি দৃটি আকর্ষণ করতে গিয়ে বলেন,

".....শুরার(পরামর্শ সভা) দ্বারা অনুমোদিত ফয়সালা সমূহকে বাস্তবায়ন করানোর দায়িত্ব হচ্ছে মজলিসে শুরার প্রতিনিধি ও দায়িত্বে থাকা

কর্মরত পদাধিকারীগণের। কেননা, মজলিসে শুরার সিদ্ধান্ত সমূহ খলিফার দ্বারা স্বীকৃতপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে যদি সেগুলির উপরে কার্যকরী পদক্ষেপ না নেওয়া হয় বা সেগুলিকে উপেক্ষা করা হয়, তাহলে অজান্তে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে খলিফার দ্বারা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত রায় সমূহকে অবহেলিতভাবে নেওয়া হবে। আর এর পরিণাম স্বরূপ আমরা আনুগত্যের গণ্ডির বাইরে চলে যাব। যাদের নিকট দায়িত্বাবলী অর্পিত হয়েছে তাদের আনুগত্যের মান অনেক বেশি উন্নত হওয়া উচিত যা অন্যান্যদের জন্য নমুনা স্বরূপ। সুতরাং যে সেবা করার সুযোগ আপনাদেরকে দেওয়া হয়েছে তাকে কেবল সম্মানের এবং আনন্দের বিষয়ই মনে করবেন না যে এটা অনেক বড় খুশির বা সম্মানের কথা, আমরা সেবা করার সুযোগ পেয়েছি। এটা তখনই খুশি এবং সম্মানের কথা বলে পরিগণিত হবে যখন সেবার সুযোগের সাথে সাথে খোদাভীরুতার মানও অনেক উন্নত হবে। আল্লাহ্‌তা'লা সকলকে খোদাভীরুতার পথে পরিচালিত হয়ে নিজ নিজ দায়িত্বাবলীকে সঠিকভাবে সম্পাদন করার সুযোগ দিন এবং ঐ সমস্ত লোকজনকে যারা কোন না কোন ভাবে জামাতের খিদমত/সেবা করার সুযোগ পাচ্ছেন তাদেরকে যেন আল্লাহ্‌তা'লা খলিফার শক্তিশালী হাত হয়ে কাজ করার সৌভাগ্য দান করুন। (আমীন) **(খোতবাতে মসরূর চতুর্থ খন্ড, পৃ. ১৬৫-১৬৬, কাদিয়ান থেকে ২০০৫ খ্রি:-এ প্রকাশিত)**

নিজামে খিলাফতের পরিপূর্ণভাবে আনুগত্য করার জন্যে অত্যন্ত আবশ্যকীয় বিষয় হল, জামাতের প্রত্যেক সদস্য মজলিসে শুরার সুফল ও গুরুত্বকে বুঝুন। কেননা, মজলিসে শুরাতে জামাতের উন্নতিকল্পে নিজ জামাতের প্রতিনিধিবর্গের দ্বারা গৃহিত পরিকল্পনাগুলিকেই খলিফার কাছে পাঠিয়ে অনুমতি নেওয়া হয়। সুতরাং এই সকল পরিকল্পনা অবশ্যই সমস্ত জামাত সমূহের জন্য সুফলদায়ক হওয়া দরকার। অতঃপর উক্ত পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়িত করা দরকার। এভাবেই পরিপূর্ণরূপে খলিফার আনুগত্য করা হবে। এ বিষয়ে হুযুর আনোওয়ার (আই.) মজলিসে শুরার প্রতিনিধিবর্গকে তাদের স্বীয় দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিষয়ে বোঝাতে গিয়ে এবং খলিফার পরিপূর্ণ আনুগত্য করার বিষয়ে অবগত করে বলেন,

"যখন জামাতীয় বিষয়ে খলিফার পক্ষ থেকে বা নিজামে জামাতের পক্ষ থেকে কাউকে পরামর্শ প্রদানের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানানো হয় তখন

অতি সূক্ষ্মভাবে চিন্তা ভাবনা করা এবং সব ধরনের দুর্বল দিকগুলি ভেবে নেওয়া উচিৎ। যখনই কাউকে মজলিসে শুরায় পরামর্শ প্রদানের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানানো হয়, তখন একটা বড় দায়িত্ব মজলিসে শুরার উপর বর্তায়, মজলিসে শুরার প্রতিনিধিদের উপরে অর্পিত হয়। কারণ তাঁকে একটি পবিত্র প্রতিষ্ঠানের, প্রতিনিধি করা হয়েছে। নিজামে খিলাফতের পরে দ্বিতীয় স্থানে যে পবিত্র প্রতিষ্ঠানটি রয়েছে সেটা হল মজলিসে শুরা। সুতরাং খলিফা যখন মজলিসে শুরার জন্য কাউকে আহ্বান জানান বা জামাতের সদস্যরা নির্বাচিত করে মজলিসে শুরার জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ করেন যে, যাও আল্লাহর শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী প্রসারিতের জন্য, জামাতীয় লোকজনের তরবিয়ত এবং অন্যান্য সমস্যার সমাধান ও মানব সেবার জন্য যুগ খলিফা তোমাদেরকে পরামর্শ প্রদানের নিমিত্তে আহ্বান জানিয়েছেন। সুতরাং তোমরা যাও এবং নিজ নিজ পরামর্শ প্রদান কর। তাহলে বলুন কত বড় দায়িত্ব বেড়ে যাচ্ছে। যদি আমরা এই চিন্তাধারা নিয়ে মজলিসে শুরাতে বসি তাহলে মজলিসে শুরার সমস্ত কার্যকলাপ মনযোগ সহকারে শোনা এবং ইস্তেগফার পাঠ করা ও দরূদ পড়া ছাড়া আর অন্য কোন চিন্তাধারা মাথার মধ্যে প্রবেশই করতে পারবে না। কেননা, যখনই তাকে এই মজলিসে পরামর্শ প্রদানের জন্য দন্ডায়মান করা হবে তখন সে যেন সঠিক এবং পরিপূর্ণ দায়িত্ব সহকারে পরামর্শ প্রদান করতে পারে। যেহেতু এই সকল পরামর্শ খলিফার নিকট পৌঁছাবে, আর খলিফা সাহেব মনে করেন যে প্রতিনিধিরা অনেক গভীর চিন্তাভাবনা করেই কোন বিষয়ের উপরে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং এই কারণেই অধিকাংশ সময়েই মজলিসে শুরার রায়সমূহকে কোন ধরনের পরিবর্তন বা রদ বদল ছাড়াই যুগ খলিফা গ্রহণ করে নেন। শুধুমাত্র সেই সমস্ত বিষয় ছাড়া যেগুলি খলিফা ব্যক্তিগত ভাবে জানেন যে, মজলিসে শুরার এই রায়কে গৃহীত করলে জামাতের ক্ষতিসাধন হবে আর এই রায়কে গৃহীত না করাটাও কুরআনের শিক্ষার পরিপন্থী নয়। কেননা, আল্লাহ্‌তা'লা এর অনুমতি প্রদান করেছেন। দ্বিতীয় জায়গাতে আল্লাহ্‌তা'লা বলেন,

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ

(সূরা আলে ইমরান 3: 160)

অর্থাৎ সকল বিশেষ বিষয়ে পরামর্শ কর (নবীগণের আদেশ দেওয়া হয়েছে)

অতঃপর যখন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তখন আল্লাহ'র উপর ভরসা কর। অতএব বিশেষ কোন বিষয়ের জন্য পরামর্শ করা প্রয়োজন এবং করাও দরকার। এই আদেশ অনুযায়ী আঁ হযরত (সা.) পরামর্শ করতেন বরং এতো বেশি পরিমাণে পরামর্শ করতেন যে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি রসূল করীম (সা.)'কে সাহাবাদের সঙ্গে সব থেকে বেশি পরামর্শ করতে দেখেছি।" **(খোতবাতে মাসরূর ২'য় খন্ড, পৃ. ১৯৫-১৯৬)**

এখানে অবগত করা যুক্তিযুক্ত হবে যে, শুরার পদ্ধতি অর্থাৎ পরামর্শ করার যে পদ্ধতি সেটা কিন্তু (জামাতে আহমদীয়ার) মধ্যে রসূলে করীম (সা.) এর অনুসরণ ও অনুকরণেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শুরার প্রতিনিধিরা যুগ খলিফাকে কিছু বিষয় সম্পর্কে পরামর্শ দিতে পারে মাত্র, কিন্তু আসল সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে খলিফা নিজেই স্বাধীন। সুতরাং এই বিষয়ে হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বলেন,

"ইতিহাস সাক্ষ্য বদরের যুদ্ধে বন্দিদের সঙ্গে কি ধরনের ব্যবহার করা উচিত এই বিষয়ে অধিকাংশ সাহাবাদের পরামর্শকে দূরে সরিয়ে রেখে আঁ হযরত (সা.) শুধুমাত্র হযরত আবূ বকর (রা.)'র পরামর্শকেই মান্যতা দান করেন। আবার কোন কোন যুদ্ধের সময় সাহাবাদের পরামর্শকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। ওহুদের যুদ্ধে রসূলে করীম (সা.) যেতে রাজী ছিলেন না। কিন্তু সাহাবাদের পরামর্শেই তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। রসূল করীম (সা.)'র তো ইচ্ছা ছিলো যে মদিনাতে থেকেই লড়াই করা উচিত হবে ওহুদের প্রান্তে যাওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু যখন সকলের পরামর্শ অনুযায়ী এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হল, ওহুদের প্রান্তে গিয়েই যুদ্ধ করা হবে। তখন রসূল করীম (সা.) যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হয়ে বেরিয়ে পড়েন। সাহবারা মনে করেন, রসূল করীম (সা.) এর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সাহাবারা মদিনাতে থেকেই যুদ্ধ করার আবেদন জানান। রসূল করীম (সা.) বলেন, না, যখন নবী কোন এক বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হন তখন সেই সিদ্ধান্ত হতে পিছু হটেন না। এখন আল্লাহ'র উপরে ভরসা রেখে এগিয়ে চল। হোদাইবিয়ার সন্ধির সময়ও এমন একটি ঘটনা সংঘটিত হয়। সকল সাহাবাগণ একমত ছিলেন সন্ধিপত্রে রসূল করীম (সা.) যেন স্বাক্ষর না করেন। কিন্তু রসূল করীম (সা.) তাদের সকলের

সিদ্ধান্তের বিপরীতে সেই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। পরবর্তীতে দেখুন আল্লাহ্‌তা'লা কত বড় সুফল প্রদান করেছিলেন। সুতরাং পরামর্শ নেওয়ার আদেশ তো রয়েছে, কারণ মামলা যেন স্বচ্ছভাবে সামনে উঠে আসে। কিন্তু এটা আবশ্যকীয় নয় যে সেই পরামর্শ গ্রহণ করতেই হবে। সুতরাং আঁ হযরত (সা.) এর সুন্নত অনুসরণে আমাদের মধ্যেও মজলিসে শুরার ব্যবস্থাপন প্রতিষ্ঠিত। খলিফা পরামর্শ এই কারণেই নিয়ে থাকেন যেন প্রত্যেকটা বিষয়ের গভীরে গিয়ে সেই বিষয়কে দেখা ও বোঝা যায়। তদ্‌সত্ত্বেও আবশ্যকীয় নয় যে, মজলিসে শুরার প্রত্যেক নির্ণয়কে গ্রহণীয়তা দেওয়া হবে। এই জন্য সর্বদা মজলিসে শুরার পর্যালোচনার শেষে পর্যালোচনাকৃত বিষয় সমূহের রিপোর্ট যখন পেশ করা হয় তখন তার উপরে লেখা থাকে, মজলিসে শুরা এই বিষয়গুলি সম্পর্কে সুপারিশ করছে। কিন্তু এটা লেখার অধিকার নেই যে মজলিসে শুরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। মজলিসে শুরার শুধুমাত্র সুপারিশ করার অধিকার রয়েছে। আর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকার শুধুমাত্র যুগ খলিফার। এর পরিপ্রেক্ষিতে কারো মনে এই ধরনের প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে, যদি মজলিসে শুরার কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকার নেই তাহলে মজলিসে শুরার প্রয়োজনীয়তা কত দূর? বা এদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়ার কি দরকার? বর্তমানে শিক্ষিত সমাজের লোকজনের মধ্যে তো এমন চিন্তাধারার উদয় হয়েই থাকে। যেমনটি ইতিপূর্বেও আমি বলে এসেছি, মজলিসে শুরা একটি পরামর্শ দেওয়ার প্রতিষ্ঠানমাত্র। তার ভূমিকা পার্লামেন্টের মতো নয়, যেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া বিষয়সমূহ গৃহীত হয়। অন্তিম সিদ্ধান্তের জন্য শেষমেষ খলিফার কাছেই মামলা পেশ হয়ে থাকে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকার একমাত্র খলিফার। খলিফাকে এই অধিকার আল্লাহ্‌তা'লা দান করেছেন। সাধারণতঃ অধিকাংশ পরামর্শগুলোকেই গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ইতিপূর্বেও আমি বলে এসেছি, বিশেষ কোন বিষয় ছাড়া যে সম্পর্কে কেবলমাত্র খলিফাই অবগত। আবার অনেক সময় বিভিন্ন কারণ বশতঃ কতিপয় পরামর্শকে বাতিল করেন আর এই বাতিল করার কারণগুলি খলিফা কাউকে বলতে চান না তার বহু কারণও হতে পারে। সুতরাং বলার উদ্দেশ্য হল, পরামর্শ নেওয়ার বহু উপকার রয়েছে। কেননা, বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন পরিবেশের উচ্চ শিক্ষিত এবং অল্প শিক্ষিত মানুষেরা যখন কোন বিষয়ে পরামর্শ দেন, এবং আজকাল তো জামাত পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, তাই বিভিন্ন

দেশে তাদের নিজ নিজ পরিস্থিতি অনুযায়ী পরামর্শ এসে পৌঁছায়, তখন যুগ খলিফা সেই দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, জামাতীয় মানুষদের জীবন যাত্রার মান, এছাড়াও তাদের দ্বিনী ও আধ্যাত্মিক উন্নতির মান কেমন, এই সমস্ত বিষয়ে সব কিছু জানতে পারেন এই পরামর্শের ফলে। অতঃপর যে সমস্ত পরিকল্পনা বা স্কিম তৈরী করা হয় সেগুলি তৈরী করতে অনেক সাহায্য হয়ে যায়। যদি আমরা এটা ধরেও নিই যে, বিভিন্ন দেশ হতে মজলিসে শুরার যে পরামর্শ আসে তন্মধ্যে কতিপয় পরামর্শ যথার্থ নাও হতে পারে, তথাপি যুগ খলিফা যখন এই পরামর্শগুলো দেখেন এবং শ্রবণ করেন এদ্বারাও জামাতের অনেক উপকার হয়ে থাকে। পরামর্শদানকারীর কর্তব্য হল, তারা যেন পবিত্র অন্তঃকরণে পরামর্শ দেয় এবং যুগ খলিফার নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য হ'ল তিনি যেন জামাতের সদস্যদের কাছে থেকে পরামর্শ নেন। **(খোতবাতে মসরূর ২'য় খন্ড, পৃ. ১৯৭-১৯৯)**

খলিফার কথাকে অস্বীকার করার প্রতিফল হল, নিজেকে এবং নিজের নব প্রজন্মকে খোদার কল্যাণ এবং দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া। এই সম্পর্কে হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) বলেন,

"আপনারা যদি জামাতের কথাকে অমান্য করেন যদি খলিফার কথায় কান না দেন তাহলে ধীরে ধীরে শুধুমাত্র নিজেকেই ঐশী কল্যাণ হতে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তা নয় বরং নিজের নব প্রজন্মকে ঐশী কল্যাণ এবং ধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। সুতরাং চিন্তাভাবনা করুন, এটা ভাবনা চিন্তা হওয়া উচিত যে এই দুনিয়ার মোহ মায়া যদি আপনাকে ধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় তাহলে এটা কোন পুরস্কার নয় বরং ধ্বংস। এটি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ'র নিয়ামতের অস্বীকার এবং আল্লাহ'র নিয়ামতের অসম্মান। আমাদের সর্বদা এটা স্মরণে রাখা উচিত যে আমরা বর্তমান যুগের ইমামের হাতে বয়া'ত করেছি, প্রত্যেকটি জাতি যাঁর অপেক্ষা করছে। সেই ব্যক্তির জন্য আঁ হযরত (সা.) বহু স্নেহময় শব্দ ব্যবহার করেছেন। যাঁর জন্য আঁ হযরত (সা.) সালাম প্রেরণ করেছেন। **(আল্ মাআজামুল আওসাত, ৩'য় খন্ড, মিন ইসমুহু ঈশা, হাদিস নং ৪৮৯৮, পৃ. ৩৮৩, ৩৮৪ দারুল ফিকির আম্মান আরদন প্রথম প্রকাশনা ১৯৯৯খ্রি:)**

তাহলে এই ব্যক্তির সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করা কি সাধারণ বিষয়? অবশ্যই

এটা অনেক বড় সম্মানের বিষয়, যেটা একজন আহমদীর রয়েছে। সুতরাং এর সম্মান করা প্রত্যেক আহমদীর জন্য আবশ্যক। আর এই সম্মান একজন প্রকৃত আহমদীকে আল্লাহ'র কৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত করে দেবে এবং ঐশী অনুগ্রহকে নিজের উপর পূর্বের তুলনায় অধিক পরিমাণে বর্ষণ হতে দেখবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সঙ্গে যুক্ত থাকাটা শুধুমাত্র মৌখিক ঘোষণাই নয় বরং তাঁর সঙ্গে বিক্রি হয়ে যাওয়ার অঙ্গিকারে আবদ্ধ হয়েছি এবং তাঁর পর তাঁর খলিফাগণের সঙ্গেও একই অঙ্গিকারে আবদ্ধ হয়েছি। এই বিষয়টা প্রত্যেক আহমদীর বোঝা দরকার। বয়া'তের অর্থই হল বিক্রি হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ নিজের সমস্ত ধরনের ইচ্ছা-আকাঙ্খা, স্বাদ -আহ্লাদকে খোদার আদেশে কুরবানী করে দেওয়া, আর খোদার ইচ্ছানুযায়ী নিজ জীবন অতিবাহিত করার একটি অঙ্গিকার। খোদাতা'লাকে সাক্ষ্য রেখে নিজের ইচ্ছাকে পরিপূর্ণরূপে নিঃশেষ করে দেওয়ার নামান্তর। যদি খোদাতা'লার সঙ্গে সাক্ষাতের দিবস সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাস থাকে যে, সেই দিন সমস্ত ধরনের অঙ্গিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে, তাহলে মানুষের মধ্যে শিহরন হবে। (খোতবাতে মাসরূর ৭'ম খন্ড, পৃ. ১৯১- ১৯২)

খিলাফতের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার ব্যাপারে হুযুর (আই.) বলেন,

"যদি আপনারা উন্নতি করতে চান এবং পৃথিবীর উপরে বিজয় লাভ করতে চান তাহলে আমি আপনাদেরকে বলতে চাই বা আমার পয়গাম হল, আপনারা খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং আল্লাহ'র এই রজ্জুকে শক্ত করে ধরে রাখুন। কারণ আমাদের সকল ধরনের উন্নতির চাবিকাঠি খিলাফতের সঙ্গ সংযুক্ত থাকার মধ্যেই নিহিত আছে।" (রোজনামা আল্ ফযল রাবওয়া ৩০'শে মে ২০০৩ খ্রিঃ)

"আল্লাহ্তা'লা আপনাদেরকে খিলাফতের নিয়ামত দান করেছেন। এটি সকল প্রকার উন্নতির জন্য একটি কল্যাণময় রাস্তা। আল্লাহ'র এই রজ্জুকে শক্ত করে ধরে রাখুন। জোটবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য এবং সফলতা অর্জনের জন্য খিলাফতের সঙ্গে সর্বদা সংযুক্ত থাকুন। প্রজন্মের পর প্রজন্মকে এবং নিজ সন্তান সন্ততিদিগকে এই কল্যাণময় মহান নিয়ামতের সাথে সংযুক্ত থাকার আপিল করতে থাকবেন। সর্বদা খিলাফতের মান-মর্যাদা ও খিলাফতকে শক্তিশালী করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। এর জন্য সমস্ত ধরনের কুরবানীর

জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখবেন।" (মাশআলে রাহ্ ৫'ম খন্ড, পৃ. ৩২-৩৩)

"স্মরণ রাখবে এই যুগে আল্লাহ্তা'লার অঙ্গীকার এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর স্পষ্ট আদেশের আলোকে খিলাফতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ফলেই ঈমান ও আমলের উন্নতি সাধিত হবে। কেউ কত বড়োই জ্ঞানী ও পন্ডিত হোক না কেন অথবা আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন মানুষ হোক না কেন, খলিফার সঙ্গে বাঞ্ছনীয় সুসম্পর্ক যদি তাদের না থাকে তাহলে জামাতীয় উন্নতি অথবা কারোর আধ্যাত্মিক উন্নতিতে তাদের অতি সামান্যতম ভূমিকাও থাকবে না। আল্লাহ্তা'লা আপনাদের সকলকে এই বাক্যাবলীর গভীরে গিয়ে সঠিক তত্ত্ব অনুধাবন করার সৌভাগ্য দান করুন। (আমীন)" (হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) এর পয়গাম মজলিসে শুরা পাকিস্তানের নামে (২০১৪খ্রিঃ) আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল ২৩- ২৯'শে মে ২০১৪ খ্রিঃ,পৃ. ১)

"অনুরূপভাবে প্রত্যেক আহমদীর জন্য করণীয় যখন সে নিজেকে আহমদী বলে পরিচয় দেয় তখন সে যেন নিজেকে সর্বদা আহমদীয়াতের সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখে এবং খিলাফতের পরিপূর্ণ আনুগত্যকারী হওয়াকে নিজের জন্য ফরয করে নেয়। কেননা, বয়া'তের সময় এই অঙ্গীকার সে করেছিলো। আল্লাহ্তা'লার ফযলে যারা নতুন বয়াত করে জামাতে আসছেন বিশেষ করে তাঁরা যাঁরা পরিপূর্ণভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর দাবী সমূহকে জেনে বুঝে বয়া'ত করছেন, তাঁরা সর্বদা নিজেদের বয়াতের অঙ্গীকারের উপরে চিন্তাভাবনা করতে থাকেন। এই বিষয়ে অনেক মানুষ আমাকে চিঠিও লেখেন....." (আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল ৩০'শে অক্টোবর ২০১৫ খ্রিঃ থেকে ৫'ই নভেম্বর ২০১৫ খ্রিঃ পৃ. ৬)

"আজ প্রতিটি আহমদী যারা মনে করেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)এর বয়া'ত করার ফলে আমরা মোমিনদের জামাতভুক্ত হয়ে গেছি যাদের সঙ্গে খিলাফতের অঙ্গীকার রয়েছে। ঐ সকল আহমদীদের কর্তব্য হল, তাঁরা যেন আল্লাহ'র আদেশ অনুযায়ী নিজেদের মধ্যে সর্বদা পবিত্র পরিবর্তনে সচেষ্ট থাকেন। প্রত্যেক নর-নারী, শিশু-যুবকদের মনের মধ্যে এই চিন্তাভানার উন্মেষ ঘটে যে, আল্লাহ্তা'লা আমাদেরকে খিলাফতের পুরস্কারে ভূষিত করেছেন। সুতরাং আমরা যেন এই পুরস্কারকে সর্বদা ধরে রাখার যোগ্যতা লাভ করতে পারি। আমরা আল্লাহ্তা'লার মোমিনদের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকারাবদ্ধ

পুরস্কারসমূহকেও লব্ধ করার চেষ্টা করব। যাদের উপরে খিলাফতের পুরস্কার অবতীর্ণ করেছেন। আমরা খোদাতা'লার আদেশকৃত সৎকর্মগুলিকে নিজের জীবনের সঙ্গী করব। মনে রাখবেন, যদি আজকে আমরা আমাদের নিজ অবস্থার পরিবর্তন (আধ্যাত্মিক ভাবে) না করতে পারি এবং স্থিরচিত্তে আধ্যাত্মিকতার রাস্তায় প্রতিষ্ঠিত থাকতে না পারি তাহলে ধীরে ধীরে আমরা আধ্যাত্মিকতা হতে দূরে সরতে সরতে এমন জায়গায় পৌঁছে যাবো, যেখান থেকে আর ফিরে আসা সম্ভব হবে না। ফলশ্রুতিতে আমরা সেই পুরস্কার থেকেও বঞ্চিত হয়ে যাবো যে পুরস্কার খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত। শুধু আমরা নিজেরা এই পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হব তা নয় বরং উত্তরসূরীদেরকেও বঞ্চিত করব.....। আজ আমাদের কর্তব্য হল, এই দায়িত্ব পালন করে, আমরা যেন খিলাফতের রক্ষাকারী হই এবং পরবর্তী প্রজন্মকে এই খিলাফতের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করাতে পারি। নিজ প্রজন্মকে বোঝাতে হবে, যেভাবেই হোক না কেন নিজ প্রাণ, সম্পদ, সময় এবং নিজ আত্মার কুরবানী দিতে হলেও তা দিয়ে খিলাফতে আহমদীয়ার রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে সর্বদা। সেই সঙ্গে নিজ বংশে, নিজ জাতিতে এবং পৃথিবীময় ইসলাম আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছানোর চেষ্টায় রত থাকতে হবে।" (আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল ২৪-৩০'শে মে ২০১৩ খ্রিঃ, পৃ. ৮)

"প্রত্যেক আহমদীর জন্য আবশ্যক তারা যেন দোওয়ার উপর বিশেষ জোর দেয় এবং নিজেকে খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে রাখে। সর্বদা মনে রাখবেন, সকল প্রকার উন্নতি এবং সফলতার চাবিকাঠি খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার মধ্যেই নিহিত। সেই ব্যক্তিই সিলসিলার উপযুক্ত ব্যক্তি বলে গণ্য হবে যে নিজেকে খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখবে। যদি কোন ব্যক্তি নিজেকে খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত না রাখে তাহলে পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান যদি তার মধ্যে ভরা থাকে, তথাপি তার কোন মূল্য নেই। যতক্ষণ আপনার চিন্তা-ভাবনা, বিবেক-বুদ্ধি খিলাফতের অধিনস্থ হয়ে খিলাফতের ইশারাতে চলবে ততক্ষণ ঐশী সাহায্য ও সহযোগিতা আপনার সহায় হবে।"

(প্রাত্যহিক আল্ ফযল ৩০'শে মে ২০০৩খ্রিঃ পৃ. ২)

খিলাফতের সঙ্গে সাহায্য সহযোগিতা করার বিষয়ে হযরত মুসলেহ্

মাওউদ (রা.)'র মন্তব্য উপস্থাপন করে হযরত খলিফাতুল মসীহ আল্ খামেস (আই.) বলেন, " এই বিষয়ে এক খোতবাতে হযরত মুসলেহ মাউদ (রা.) মুরুব্বিয়ান ও উলামাদেরকে একটি বিশেষ নসীহত করে বলেন, প্রত্যেক সেই মোমিন ব্যক্তি যারা ইসলাম দরদী ও সিলসিলার সঙ্গে আন্তরিকতার সম্পর্ক রাখেন এবং তাদের অভিপ্রায় হল, খোদাতা'লার এই সিলসিলা সুনামের সাথে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত থাকুক, এবং হযরত রসূল করীম (সা.) এর যুগের ন্যায় এযুগেও ইসলাম স্বসম্মানে প্রতিষ্ঠিত হোক। এই কাজ সম্পাদন করার জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর চেষ্টা প্রচেষ্টা যেন বিফল না হয় তাহলে সেই ব্যক্তির জন্য আবশ্যক,তিনি যেন খলিফার সঙ্গে দিবারাত্রি সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন যদ্বারা মানসিকভাবেও জামাত সংশোধিত হয়ে যাবে। এমন ব্যক্তির দায়িত্ব হল, বিবাহের সময় মানুষ যেমন মুক্ত হস্তে (মিষ্টি, ছোয়ারা ইত্যাদি মানুষের মধ্যে বিতরণ করা বিভিন্ন জায়গার প্রথা) নিজের ঝুলি শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিতরণ করে। অনুরূপভাবে খলিফা যখন জামাতের সংশোধনের জন্য কিছু আদেশ উপদেশ দেন, সেগুলি জামাতের সদস্যদের কাছে বারংবার উপস্থাপন করা, এত ব্যাপকহারে উপস্থাপন করা যে একজন নির্বোধ মানুষও যেন তা বুঝতে পারেন এবং দিনের রাস্তায় সঠিকভাবে চলতে পারেন।" (খোতবাতে মাহমুদ ১৮ তম খন্ড, পৃ. ২১৪-২১৫) (আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল ১৯-২৫'শে জুন ২০১৫ খ্রিঃ, পৃ. ৮)

"এটি খিলাফতেরই নিয়ামত ও জামাতের প্রাণ সুতরাং যদি কেউ প্রকৃত জীবন পেতে চান তাহলে তিনি খিলাফতের সঙ্গে সততা ও আন্তরিকতার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান, পরিপূর্ণরূপে সম্পৃক্ত হয়ে যান। কেননা, সকল প্রকার উন্নতির চাবিকাঠি খিলাফতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার মধ্যেই নিহিত আছে। এমনভাবে নিজেকে তৈরী করুন যেন খলিফার ইচ্ছাই নিজের ইচ্ছাতে পরিণত হয়। খলিফার পদক্ষেপেই নিজের পা ফেলা এবং খলিফার আনন্দই যেন আপনার জীবনের মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়।" (মাহনামা খালিদ সৈয়্যদনা তাহের নম্বর মার্চ ও এপ্রিল ২০০৪ খ্রিঃ, পৃ. ৪)

"প্রত্যেক আহমদীকে চেষ্টা করতে হবে,.....খিলাফতের দৃঢ়তার জন্য দোওয়া করুন খিলাফতের বরকত যেন চিরস্থায়ী হয়.....নিজেদের মধ্যে

আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের চেষ্টা করুন। পূর্বের তুলনায় অধিক পরিমানে ঈমান ও সততায় উন্নতি সাধন করুন....বর্তমানে আহমদীয়া জামাতের পতাকা বহনকারী ব্যক্তি তিনিই যিনি সৎকর্ম করেন এবং খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকেন।" (খোতবা জুমা, ২৭'শে মে ২০০৫ খ্রিঃ)

"ইসলাম, আহমদীয়াতের মজবুতি ও প্রচারের জন্য এবং খিলাফতের সংরক্ষণের জন্য জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধ করতে হবে। এ জন্য বড় থেকে বড় কুরবানী দেওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতে হবে এবং নিজ সন্তান সন্ততিকেও সর্বদা খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার শিক্ষা দিতে হবে। তাদের হৃদয়ে খলিফার জন্য ভালোবাসা সৃষ্টি করতে হবে। এটা অনেক বড় এবং মহান লক্ষ্য যা পরিপূর্ণ করার জন্য এক ধরনের দৃঢ় সংকল্প ও উন্মাদনার প্রয়োজন।" (মাহানামা হুন্ নাসির জার্মানী, জুন-সেপ্টেম্বর ২০০৩ খ্রিঃ. পৃ. ১)

"স্মরণে রাখবেন, তিনি সত্য প্রতিশ্রুতবদ্ধ খোদা। তিনি আজকেও নিজের প্রিয় মসীহ্ (আ.)'র প্রিয় জামাতের উপরে স্বীয় হাত রেখেছেন। তিনি আমাদেরকে কখনও ছাড়বেন না, কখনও ছেড়ে দেবেন না, কখনও না। তিনি আজও নিজ প্রিয় মসীহ্ (আ.) এর সঙ্গে অঙ্গীকারকৃত বাক্যাবলি পরিপূর্ণ করছেন যেভাবে অন্যান্য বিগত খিলাফতের সময় করেছিলেন। তিনি আজও সেভাবেই রহমত ও ফযল অবতীর্ণ করছেন যেভাবে ইতিপূর্বে করতেন এবং ইনশা'ল্লাহ পরবর্তীতেও এই সিলসিলা বিনা বাধায় চলতে থাকবে.....। সুতরাং দোওয়ার মাধ্যমে তাঁর কাছে অবনত হয়ে তাঁর কল্যাণরাজীর মুখাপেক্ষী হয়ে সর্বদা তাঁর আস্তানায় পড়ে থাকতে হবে। আর এই শক্তিশালী পদ্ধতিকে জীবনের সঙ্গী করে নিন। তাহলে পৃথিবীর কোন বাহ্যিক শক্তি আপনাকে কোনরূপ ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। আল্লাহ্তা'লা সকলকে এই ক্ষমতা দান করুন। (আমীন)" (হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস এর উপদেশবাণী, ২১'শে মে ২০০৪ খ্রিঃ)

বস্তুতঃপক্ষে একজন আহমদীর প্রাথমিক দায়িত্ব হল খলিফার প্রত্যেক মুখ নিঃসৃত বাক্যকে মনযোগ সহকারে শ্রবণ করা। খলিফার আওয়াজ একজন প্রকৃত মোমিন ব্যক্তির জীবনকে বদলে দেয়। খলিফার বাক্যে আল্লাহ'র সাহায্য সহযোগিতা এবং বরকত নিহিত থাকে। কেননা, যুগ খলিফা আল্লাহতা'লার বিশেষ আদেশে কথা বলে থাকেন। তাঁর মুখনিঃসৃত বাক্যে প্রজ্ঞার সমুদ্র

প্রবাহিত করা হয়। পৃথিবীর মানুষ যার ধারে কাছেও পৌঁছাতে পারে না এবং এই প্রজ্ঞার সন্ধানও পায় না। যুগ খলিফা উপযুক্ত সময়ে এবং ঐশী ইচ্ছানুযায়ী মোমিনদেরকে আমল করার প্রতি আহ্বান করেন। এই কর্ম পদ্ধতিকে বাস্তবায়নের পন্থা খলিফাই নির্মান করেন যদ্বারা পরিপূর্ণভাবে আমল করা সম্ভবপর হয়ে থাকে। খলিফা দ্বারা নির্ধারিত রাস্তায় চলার ফলে সর্বদা উন্নতির রাস্তা অতিক্রম করা সম্ভব হয়। সুতরাং যুগ খলিফার জ্ঞানবর্ধক খোতবা, বক্তৃতা, ক্লাস এবং বার্তাগুলিকে নিয়মিত ভাবে নিজে শ্রবণ করা, বাচ্চাদেরকেও শ্রবণ করানো এবং পরিবারবর্গকেও শোনানো, অন্যান্য বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন এবং প্রতিবেশিদেরকেও উৎসাহ দেওয়া প্রত্যেক আহমদী পুরুষ ও মহিলার জন্য আবশ্যক। এর মাধ্যমেই তো অবগত হওয়া যায় যে, যুগ খলিফা কি বলছেন। তিনি আমাদের থেকে কি আশা রাখেন ইত্যাদি...। যে ব্যক্তি যুগ খলিফার আদেশাবলী এবং হেদায়াতকে নিয়মিত মনযোগ সহকারে শোনে না সে পরিপূর্ণতার সঙ্গে আনুগত্যতার সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত। এটি ইহকাল ও পরকালের জন্য অপূরণীয় ক্ষতির একটি দলীল।

একজন প্রকৃত মোমিনের আসল পরিচয়ই তো হল যুগ খলিফার আনুগত্য করা। তার ওঠা-বসা, শোওয়া-খাওয়া সবই তো খিলাফতের সঙ্গে বিশ্বস্ততা ও সম্পৃক্ততার মধ্যেই গভীর ভাবে যুক্ত। হযরত আকদস্ মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

“জামাতের সঙ্গে ঐশী সর্মথন বিদ্যমান। আল্লাতা’লাই তো একত্ববাদকে পছন্দ করেন। আনুগত্য স্বীকার না করলে এই একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। হযরত রসূল করীম (সা.) এর যুগেও সাহাবারা বড় বড় জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। খোদাতা’লা তাদেরকে এমনভাবে তৈরী করেছিলেন যে তাঁরা রাজনৈতিক বিষয়েও গভীর জ্ঞান রাখতেন। কেননা, হযরত আবূ বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) এবং আরো অন্যান্য সাহাবারা যখন খলিফা হলেন এবং তাঁরা তখন কতই না সুন্দর ও সুষ্টভাবে সেই রাজত্বের দায়িত্বভারকে সুমর্যাদার সঙ্গে পালন করেছিলেন। এ হতে প্রমাণিত হয় যে, তাঁদের মধ্যে কত গভীর জ্ঞান ছিল। কিন্তু রসূল করীম (সা.) এর সম্মুখে তাঁদের অবস্থা এমন ছিল যে, তাঁরা বিন্দু বিঃসর্গও জানেন না। তাই রসূল করীম (সা.) যে আদেশ দিতেন তার সামনে নিজেদের আমিত্ব ও

বুদ্ধিমত্তাকে বিসর্জন দিয়ে সেই আদেশকেই শিরোধার্য করে কাজ করতেন.....। নির্বোধেরা আপত্তি উপস্থাপন করে, ইসলাম তরবারির জোরেই বৃদ্ধিলাভ করেছে। কিন্তু আমার উক্তি, এটি সঠিক নয়। বরং আসল কথা হল মনের শিরা উপশিরাগুলি আনুগত্যের জলে টইটুম্বুর হয়েছিল। সেই আনুগত্য আর একতার ফলে তাঁরা অন্যদের মনকে জয় করেছিলেন.....। আপনারা যারা মসীহ্ মাওউদ এর জামাতের অন্তর্ভূক্ত হয়ে সাহাবাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আশা-আকাঙ্খা মনের মধ্যে পোষণ করেন, আপনারা নিজেদের মধ্যে সাহাবাদের গুণাবলী বিকশিত করার প্রতি সচেষ্ট হন। আনুগত্য যেন সাহাবাদের ন্যায় হয়। নিজেদের মধ্যে সুসম্পর্ক, ভ্রাতৃত্ব; ভালবাসা সবই যেন সাহাবাদের ন্যায় হয়। সর্বোপরি আপনারা সাহাবাদের গুণে গুণান্বিত হয়ে যান।" (তফসীর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ২'য় খন্ড, পৃ. ২৪৬-২৪৮,তফসীর সূরা নিসা আয়াত নম্বর-৬০)

সুতরাং আল্লাহ্তা'লা আমাদেরকে সৌভাগ্য দান করুন আমরা যেন সঠিকভাবে খিলাফতের সম্মান করতে পারি। আমরা যেন নিজ অঙ্গীকারকে পরিপূর্ণ করতে পারি এবং জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত খিলাফতের সঙ্গে বিশ্বস্ততা রক্ষা করে সম্পৃক্ত থাকতে পারি। খিলাফত আকারে এই যে পুরস্কার আমরা পেয়েছি তা যেন আমাদের বংশধারার মাঝেও অব্যাহত থাকে। (আমীন) আল্লাহতা'লা আমাদের সকলকে এই সৌভাগ্য দান করুন যুগ খলিফার বাক্যাবলী কেবলমাত্র শ্রবণ নয় বরং আমরা যেন এর উপর আমলও করতে পারি। আল্লাহ্তা'লা তাঁর স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী আমাদেরকে এই খিলাফতের পুরস্কারকে রক্ষণাবেক্ষণ করার সৌভাগ্য দান করুন। (আমীন)

****

-ঃ খিলাফত কা ফায়যান ঃ-

খোদা কা ইয়ে এহসান হ্যায় হামপে ভারী
কে জিসনে হ্যায় আপনি ইয়ে নে'মত উতারি।
না মায়ুস হো না ঘুটন হো না তারি
রাহেগা খিলাফত কা ফায়যান জারি।।
নবুওত কে হাতো যো পওদা লাগা হ্যায়
খিলাফত কে সায়ে মে ফুলা ফলা হ্যায়।
ইয়ে করতি হ্যায় উস বাগ কি আবেয়ারি
রাহেগা খিলাফত কা ফায়যান জারি।।
খিলাফত সে কোই ভি টক্কর যো লেগা
ওহ যিল্লত কি গ্যহরাই মে যা গিরেগা।
খোদা কি ইয়ে সুন্নত আজল সে হ্যায় জারি
রাহেগা খিলাফত কা ফায়যান জারি।।
খোদা কা হ্যায় ওয়াদা খিলাফত রাহেগি
ইয়ে নে'মত তুমহে তা কায়ামত মিলেগি।
মগর শর্ত উসকি ইতাআত গুজারি
রাহেগা খিলাফত কা ফায়যান জারি।।
মুহাব্বতকে জযবে ওফাকে কারীনা
আখুওয়াত কি নে'মত তারাক্কি কা যিনা।
খিলাফত সে হী বারকতে হ্যায় ইয়ে সারি
রাহেগা খিলাফত কা ফয়জান জারি।।
ইলাহি হামে তু ফিরাসাত আতা কর
খিলাফত সে গ্যাহরী মুহাব্বত অতা কর।
হামে দুখ না দে কোই লাগযিস হামারি
রাহেগা খিলাফত কা ফায়যান জারি।।

(শ্রদ্ধেয়া সাহেবজাদি আমাতুল কুদ্দুস বেগম সাহেবা)

অনুবাদ: আমাদের উপর খোদাতা'লার অপার অনুগ্রহ হল, তিনি আমাদের মাঝে তাঁর স্বীয় আর্শিবাদ অবতরণ করেছেন। হতাশ ও দুঃখিত হয়ো না।

খিলাফতের এই ঐশী প্রবাহ অব্যাহত থাকবে। নবুওতের হাতে রোপিত বৃক্ষ চারা খিলাফতের ছত্রছায়ায় ফুলে ফলে সুশোভিত হবে। খলিফা সেই বাগিচার মালী। যে ব্যক্তি খিলাফতের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হবে সে লাঞ্ছনার অতল গহ্বরে নিপতিত হবে। আদি হতেই খোদাতা'লার এই সুন্নত প্রবাহমান। খোদাতা'লা অঙ্গিকারাবদ্ধ যে, কেয়ামত পর্যন্ত খিলাফতের আর্শিবাদ তোমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকবে। কিন্তু এর জন্য শর্ত হল, পূর্ণ আনুগত্য। ভালবাসার আবেগ, আত্মার প্রতি বিশ্বস্ততা ও সৌহার্দতাই হল উন্নতির সোপান। এই সব গুলিই হল খিলাফতের কল্যাণ। হে প্রভু! তুমি আমাদের মধ্যে বিচক্ষণতা ও খিলাফতের সঙ্গে গভীর ভালবাসা দান কর। কোন প্রকার সামান্যতম ভুল যেন আমাদেরকে অনুতপ্ত না করে।(অনুবাদক)

****